বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৫৪/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের

হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ৫৪/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃঃ নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৫
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯
	অধ্যায়-২	
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-৩৩
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩৭-৬৮

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ১৯/০২/১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ২/৫/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য: এই রিপোর্ট গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটি সেবাধর্মী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পিত নগরায়ন ও আধুনিক শহর গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি। জন্মের সূচনালগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি নগর পরিকল্পনা, মহানগর উন্নয়নে অংশগ্রহণ এবং অপরিকল্পিত নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে ও জনসেবাকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি অধিগ্রহণ , প্লট সৃজন ও বরাদ্দ, ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান, ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রদান, বাণিজ্যিক মার্কেট নির্মাণ, লীজ, বিক্রয় ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করে আসছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন খাতে সরকার কর্তৃক প্রকল্প সাহায্য পেয়ে থাকে।

ভিশন:

রাজউকের আওতাধীন এলাকার পরিকল্পিত ও টেকসই উন্নয়ন।

মিশন:

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও গবেষণার মাধ্যমে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশের স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য টেকসই, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসন, পরিকল্পিত নগরায়ন।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম:

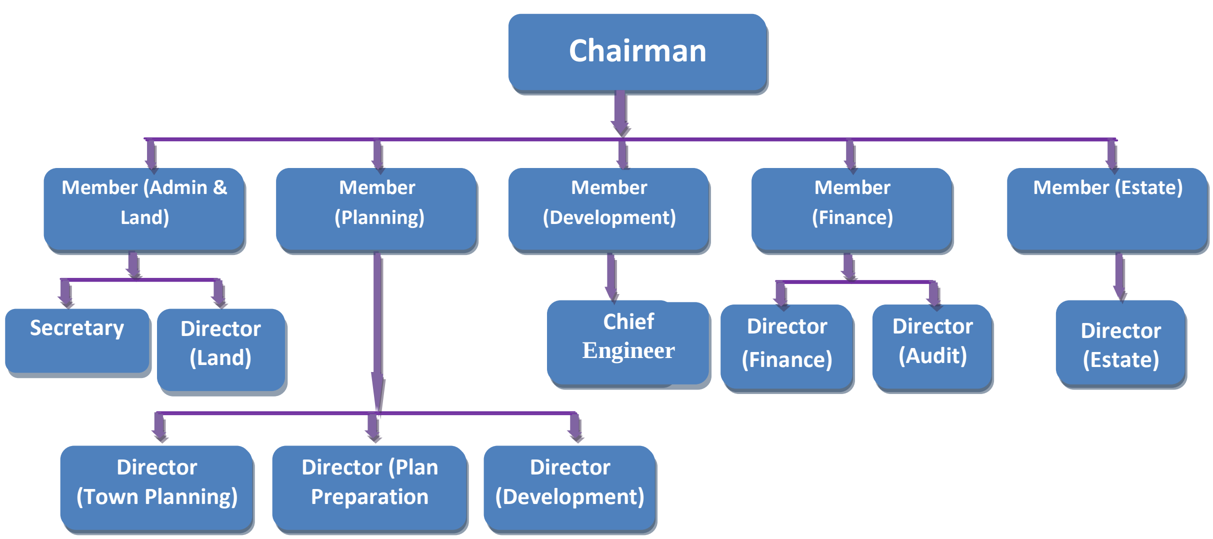

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী:

- নগর পরিকল্পনা, মহানগর উন্নয়নে অংশগ্রহণ ।
- অপরিকল্পিত নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।
- নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম।
- ভূমি অধিগ্রহণ , প্লট সৃজন ও বরাদ্দ।
- ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান।
- ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রদান।
- বাণিজ্যিক মার্কেট নির্মাণ, লীজ বিক্রয় ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI):

- ভূমি উন্নয়ন/সম্প্রসারণ (প্লট)
- আবাসনের সুযোগ (ফ্ল্যাট)
- স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টার প্ল্যান, ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান।

অনুন্নয়ন-নিজস্ব তহবিল:

ক্র: নং	ব্যয়ের খাতসমূহ	ব্যয়
১	মেরামত (যানবাহন, আসবাবপত্র, ইমারত)	৬,১৬,৪৫,৮৪৮
২	জ্বালানি ব্যয়	১,২৬,৭১,৯৭৯
৩	সংস্থাপন ব্যয়	৫১,০২,৭৭,৩২২
৪	ট্রেনিং ও ভ্রমণ ভাতা	৩৫,৭৩,৭৩৫
৫	স্কীম ব্যয়	৩৪,১১,৪৪,১১৯

প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী:

বরাদ্দের বিবরণ	প্রকল্পের নাম	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর	
		বরাদ্দ	ব্যয়
উন্নয়ন –নিজস্ব তহবিল	উত্তরা এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প	৭০০,০০,০০,০০০	৬৪৭,৫২,৪২,১৬৪
	রাজউকের নিজস্ব জমিতে ফ্ল্যাট এপার্টমেন্ট নির্মাণ	১২,০০,০০,০০০	৬,৪২,০২,৭৩৩
	তুরাগ নতুন শহর প্রকল্প	৫০০,০০,০০,০০০	-
	কেরানীগঞ্জ নতুন শহর প্রকল্প	৪২০,০০,০০,০০০	-
	বাড্ডা প্রকল্প	৫৫৪,৬১,০০,০০০	১,১৭,২২,৫৩৪
	সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকা	১০০,০০,০০,০০০	৯২,২৩,০০,৪৫১
	ঝিলমিল ফ্ল্যাট প্রকল্প	১০,০০,০০,০০০	১৪,০৪,১৮,৭২১
	পূর্বাচল নতুন শহর	৫০০,০০,০০,০০০	৪২৩,২৭,৩৩,৪৯১
উন্নয়ন- সাহায্য মঞ্জুরী	কুড়িল-পূর্বাচল লিংক রোডের উভয় পার্শ্বে ১০০ ফিট খাল খনন প্রকল্প	৪৪০,০০,০০,০০০	৬৪৯,৫৯,০০,০০০
	আরবান রেজিলেন্স প্রকল্প	৫২,৫০,০০,০০০	১,৯৭,০২,৫৭৫
	হাতিরঝিল এলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প	১০,৩৯,০০,০০০	৮,২৯,০১,৩৭২
	গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প	২০,০০,০০,০০০	২০,০০,০০,০০০
	হাতিরঝিল প্রকল্পে দূষিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প	৪৮,৯০,০০,০০০	৩৫,৯৭,৯৮,০০০
	মাদানী এভিনিউ এক্সটেনশন প্রকল্প	২০,০০,০০,০০০	১৮,৮৯,৫০,০০০

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মোট আয়-ব্যয় ও উদ্বৃত্ত/ঘাটতি নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত (২০১৮-১৯)
১.	আয়	৫৮৭,০৯,০০,০০০
২.	ব্যয়	৮৬,০৭,৫২,০০০
৩.	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি)	৫০১,০১,৪৮,০০০

অডিটের আইনগত ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাবের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

নিরীক্ষার বিষয়বস্তু:

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপর মঞ্জুরী নং-২৯ এর আওতাধীন এবং নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয়ের বিষয়ে কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করা হয়েছে যার সামগ্রিক উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

- কোন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য উপযুক্ত (competent) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত (authorized) তহবিলের পর্যাপ্ত সংস্থান আছে কিনা তা নিরীক্ষা করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ সহ উপযুক্ত (competent) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত অন্যান্য আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন পূর্বক ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা।
- ব্যয়ের অনুকূলে উপর্যুক্ত (competent) কর্তৃপক্ষের বিশেষ বা সাধারণ ব্যয় মঞ্জুরী (sanction) আছে কিনা তা নিরীক্ষা করা।

নিরীক্ষার কৌশল:

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীন বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেট ও ব্যয় বিবরণী, বেতন ভাতা, সরবরাহ ও সেবা, মেরামত ও সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পূর্ত বরাদ্দ এবং ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরীক্ষার আওতাধীন আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহপূর্বক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে নমুনায়নের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল: ০১-১২-২০১৯ খ্রি. হতে ০৩-০২-২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা করা হয় ।

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য: রাজউক কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব সংশ্লিষ্ট সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্টে ০৫টি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অডিট পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক নমুনামূলকভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম Serious Financial Irregularities (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৭টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ২০৩৭,০৯,১১,০৮৫ (দুই হাজার সাঁইত্রিশ কোটি নয় লক্ষ এগার হাজার পঁচাশি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬০.১৫%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে রাজউকের চলমান প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়িত না হওয়া।
- প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- পরিত্যক্ত প্লট যথাযথ প্রক্রিয়ায় অবমুক্ত না করা। অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত প্লট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে না থাকা।
- নির্মাণ কাজে ঠিকাদারকে অপ্রাপ্য সুবিধা দেয়া ।
- পরিত্যক্ত সম্পত্তির তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করা।
- Allotment of Land Rules, 1969 বিধি ১৩/এ এর অপপ্রয়োগ করে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নীতিমালা সঠিকভাবে পরিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লট একত্রীকরণ করা।
- রাজউক কর্তৃক যথাযথভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম না থাকা।
- রাজউক নির্ধারিত সময়ে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান না করা এবং নকশা অনুমোদন করতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দসংক্ষেপ

CPWA Code	Central Public Works Accounts Code
DPP	Development Project Proposal
GCC	General Conditions of Contract
GFR	General Financial Rules
IT	Income Tax
PCR	Project Completion Report
PCC	Particular Conditions of Contract
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PWD	Public Works Department
VAT	Value Added Tax

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করায় বিজিএমইএ-র অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির মূল্য হতে ছাড়কৃত টাকা আদায়যোগ্য।	১১,০০,০০,০০০
০২	সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকায় বরাদ্দ গ্রহীতাকে বারবার সময় বর্ধনের আবেদন মঞ্জুর করা সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় রাজউক এর আর্থিক ক্ষতি।	৯,৯৭,৪৬,২২০
০৩	আবাসিক প্লটকে অনিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর এবং তথ্য গোপন করায় বাণিজ্যিক ফি ও জরিমানা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি।	৫,৫৭,৯৬,০০০
০৪	ঢাকা শহরের মতিঝিল এলাকাতে রাজউক এর ৫৫৬.৮১ কাঠা বাণিজ্যিক প্লট বেদখল এবং উক্ত স্থানে অবৈধ দোকান-স্থাপনা, গাড়ীর গ্যারেজ, গাড়ীর কাউন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করার সুযোগ করে দেয়ায় জমির মূল্য বাবদ ক্ষতি।	১৬৭০,৪৩,০০,০০০
০৫	অবৈধ ভবন অপসারণ সংক্রান্ত ব্যয় ভবন মালিকের নিকট হতে আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৪,৪৬,৭৫৭
০৬	হাতিরঝিল প্রকল্পে দূষিত পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্পে বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত বিল হতে ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৯,৪৪,৭৮,৬৫০
০৭	লালমাটিয়া আবাসিক এলাকাতে জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বাজার মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,৬৫,৯৪,০৮৮
০৮	চুক্তি মোতাবেক চুক্তিকৃত টাকার মধ্যেই VAT অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পুনরায় চুক্তিকৃত টাকার সাথে VAT যোগ করে Consultancy bill ঠিকাদারকে প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৭,১২,০৬২
০৯	হাতিরঝিল প্রকল্পের PCR (Project Completion Report)-এ Training না দেখানো এবং একই প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দেয়ায় সরকারি অর্থের অপচয়	৬৬,৬৬,৬৭২
১০	ঠিকাদারের বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১০,০১,১০৮
১১	ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে সংরক্ষিত কোটায় বরাদ্দকৃত প্লটের অতিরিক্তি প্লট অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ প্রদান।	--
১২	মার্কেট বিক্রয়/হস্তান্তর বাবদ সিটি করপোরেশনের নিকট পাওনা টাকা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের ক্ষতি।	৩০২,৭৮,৮৮,৮৮৬
১৩	অনুমোদিত নকশা ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ব্যতীত ইমারত নির্মাণ করার সুযোগ দেয়ায় পরিকল্পিত নগরায়নে বাধা সৃষ্টি এবং রাজউক ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ফি প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	৮৯,৮৩,০০০
১৪	বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ছাড়াই অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি প্রাপ্তি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১৫,৯০,০০০
১৫	অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা ১২৬.১৯৫ একর জমি কম দখলে নেওয়ায় জমির ক্রয় মূল্য পরিশোধ বাবদ ক্ষতি।	১১,০২,৩১,৪৫৯
১৬	দ্বৈত নামে বরাদ্দকৃত প্লট বা একই ব্যক্তির নামে একাধিক বরাদ্দকৃত প্লট পরবর্তীতে সমর্পণ বা বাতিল করা হলেও সমর্পণকৃত/বাতিলকৃত প্লটগুলোর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।	--
১৭	বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি।	২,৯৪,৭৬,১৮৩
	সর্বমোট =	২০৩৭,০৯,১১,০৮৫

কথায়: দুই হাজার সাঁইত্রিশ কোটি নয় লক্ষ এগারো হাজার পঁচাশি টাকা।

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনাম: চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করায় বিজিএমইএ-র অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির মূল্য হতে ছাড়কৃত ১১,০০,০০,০০০ (এগার কোটি) টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণ : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা অফিসের অধীন উপ-পরিচালক (ভূমি ও এস্টেট-২), উত্তরা অফিস এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করায় বিজিএমইএ-র অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির মূল্য হতে ৫০% ছাড়কৃত মূল্য বাবদ ১১,০০,০০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক ১৭/এইচ-১ নং সেক্টরের এভিনিউ-৬ এবং লেক ড্রাইভ রাস্তার ১১০ কাঠা আয়তনের ৭ ও ৭/এ নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লট ২টি "বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারাস এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)" এর অনুকূলে স্মারক নং : রাজউক/এস্টেট ও ভূমি-২/৮৭৩স্থাঃ ২৪/০৪/২০১৭ খ্রি. এর মাধ্যমে "বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান" ক্যাটাগরিতে চূড়ান্ত বরাদ্দ দেয়া হয়। প্রতি কাঠা ২০ লক্ষ টাকা হিসাবে ১১০ কাঠা আয়তনের প্লটের মূল্য ২২ (বাইশ) কোটি টাকা।

২৪/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে চূড়ান্ত বরাদ্দ পাওয়ার পর বিজিএমইএ কর্তৃক ২৯/০৪/২০১৭ খ্রি. তারিখে জমির মূল্য মওকুফ এবং বরাদ্দপত্রের ১৩ নং শর্ত থেকে "বাণিজ্যিক" শব্দটি বাদ দেয়ার নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে আবেদন করা হয়। চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্রের ১৩ নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে যে, বরাদ্দকৃত প্লটটি যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে শুধুমাত্র সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য যেমন আবাসিক, বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহার করলে, প্লটের উপরে ইমারত নির্মাণ করা হলে কর্তৃপক্ষ লীজ বাতিল করে প্লটটি ইমারতসহ দখল করতে পারবেন। বিজিএমইএ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭/০৭/২০১৭ খ্রি. তারিখের ১৪৫ নং পত্রে শুধু বর্ণিত প্লটের প্রাক্কলিত মূল্যের অর্ধেক মওকুফের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ১৩ নং শর্তের বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি। অর্থাৎ প্লটের মূল্য ২২ কোটি টাকার পরিবর্তে ১১ কোটি টাকা নির্ধারিত হয়। বিগত ০৪/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্লট দখল এবং ৩০/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্লটটির লীজ দলিল সম্পন্ন করা হয়।

বিগত ০৫/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে বরাদ্দ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Standard Lease Agreement এর ২২ ধারা বাতিল ও ২টি সিডিউল ব্যাংকের নিকট ফ্লোর স্পেস লীজ দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য রাজউকে আবেদন করা হয়। লীজ দলিলের ২২ নং শর্তে উল্লেখ আছে "That the LEASEE shall not sale, change, mortgage, exchange, gift away or otherwise assign, sublet, transfer or in any way part with or dispose of the demised property or any part thereof except as provided in clause 23 hereinafter. Provided, the LEASEE shall not transfer the land to any person other than a hospital by way of sale or Power of Attorney within 10 (ten) years of its establishment and registration whichever is later''. তদানুযায়ী কর্তৃপক্ষের ৫/২০১৮ তম বোর্ড সভায় ২টি সিডিউল ব্যাংকের নিকট ফ্লোর স্পেস লীজ দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরের সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় এবং ০৮/০৫/২০১৮ তারিখের পত্রে বিষয়টি বিজিএমইএ-কে জানানো হয়।

বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার জন্য আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে রাজউকের ১৬/২০১৮ তম বোর্ড সভায় ২২ নং ধারাটি বিজিএমইএ-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেনা মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে অন্য কোন লীজ দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে এটি উদাহরণ হিসাবে গণ্য হবে না মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিজিএমইএ-র অনুকূলে সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের শর্ত নং-১৩ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত প্লটটি যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে শুধুমাত্র সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। বরাদ্দকৃত প্লট কোন ক্রমেই যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেমন : আবাসিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহার করলে প্লটের উপর ইমারত নির্মাণ করা হলেও উহা লীজ বাতিল করে প্লটটি ইমারতসহ দখল করতে পারবেন। এতে বরাদ্দ প্রতিষ্ঠান কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন না।

এক্ষেত্রে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের ১৩ নং শর্ত লঙ্ঘন করে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ফ্লোর স্পেস হস্তান্তর করা হয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক যে দৃষ্টিকোণ থেকে মোট প্রাক্কলিত মূল্যের অর্ধেক মূল্য মওকুফের আবেদন বিবেচনা করা হয়েছিল তা বাস্তবে ফলপ্রসু হয়নি বিধায় মওকুফকৃত ১১,০০,০০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১]**।

অনিয়মের কারণ: চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের ১৩ নং শর্তের লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যে দৃষ্টিকোণ থেকে মোট প্রাক্কলিত মূল্যের অর্ধেক মওকুফের বিবেচনা করা হয়েছিল বাস্তবে তা ফলপ্রসু হয়নি। সুতরাং বরাদ্দকৃত জমির মূল্য হতে ৫০% ছাড়কৃত মূল্য বাবদ ১১,০০,০০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ: মওকুফকৃত ১১,০০,০০,০০০ টাকা আদায় করে কর্তৃপক্ষের হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-**০২**

শিরোনাম: সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকায় বরাদ্দ গ্রহীতাকে বারবার সময় বর্ধনের আবেদন মঞ্জুর করা সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় রাজউক এর আর্থিক ক্ষতি ৯,৯৭,৪৬,২২০ (নয় কোটি সাতানব্বই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত বিশ) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা অফিসের অধীন উপ-পরিচালক (ভূমি ও এস্টেট-২), উত্তরা অফিসের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় রেকর্ড মোতাবেক সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকার ১৬/আই সেক্টরের ওয়েস্ট এভিনিউ রাস্তার ২ নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লটের টাকা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আদায় না হওয়া, বরাদ্দ গ্রহীতাকে আনুকূল্য প্রদানের মাধ্যমে বারবার সময় বর্ধনের (মোট ৮ বার) আবেদন মঞ্জুর করা সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ৯,৯৭,৪৬,২২০ টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের ০১/২০১৩ তম বিশেষ বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকার ১৬/আই সেক্টরের ওয়েস্ট এভিনিউ রাস্তার ১.৩৫৭ একর আয়তনের ২ নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লটটি কাঠা প্রতি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যে মোট ১৬,৪৫,০০,০০০ টাকা নির্ধারণপূর্বক স্মারক নং রাজউক/এস্টেট-২/৫৬স্থা: তাং ০৫/০৮/২০১৩ মূলে EHC MULTI-TRADE CENTER LTD কে চূড়ান্ত বরাদ্দ দেয়া হয় ।

বরাদ্দপত্রের শর্ত মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে ১ম কিস্তির টাকা বাবদ ৬,৩৩,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করেন। বরাদ্দপত্রের শর্ত অনুযায়ী ২য় কিস্তি পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ ছিল ৩১/১০/২০১৪ খ্রি.।

বরাদ্দগ্রহীতা বরাদ্দের শর্ত অনুযায়ী ২য় কিস্তির টাকা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করেননি। বরং সময় বর্ধনের জন্য ২৪/০৩/২০১৫ খ্রি. ০৭/০৭/২০১৫ খ্রি., ২৮/১২/২০১৫ খ্রি., ২৩/০২/২০১৭ খ্রি., ২০/০৭/২০১৭ খ্রি., ০২/০১/২০১৮ খ্রি. এবং সর্বশেষ ২৭/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখসহ মোট ০৮ (আট) বার সময় বর্ধনের আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষ আবেদন মোতাবেক সময় বৃদ্ধি মঞ্জুর করেন। টাকা আদায় না হওয়া এবং সময় বর্ধনের আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের ০৯/২০১৭ তম বোর্ড সভা এবং ০২/২০১৮ তম বোর্ড সভাতে বিষয়টি আলোচিত হয়। সর্বশেষ ২য় কিস্তির টাকা ১২% বিলম্ব ফিসহ ৩০/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিশোধের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত (জানুয়ারি /২০২০ পর্যন্ত) ২য় কিস্তি বাবদ কোন টাকা আদায় হয়নি। রাজউকের এহেন কার্যক্রমের মাধ্যমে বরাদ্দগ্রহীতার প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদান করা হয়েছে।

চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্রের ৪ নং শর্তে বলা আছে "নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কিস্তির টাকা যথাসময়ে জমা করতে ব্যর্থ হলে এবং কর্তৃপক্ষ অন্যরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে কোন নোটিশ ব্যাতিরেকেই প্লটের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে"। ২য় কিস্তি পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ ছিল ৩১/১০/২০১৪ খ্রি. । এই সময় হতে ৬ বছর অতিবাহিত হলেও রাজউক কর্তৃক জানুয়ারি/২০২০ পর্যন্ত বরাদ্দগ্রহীতার প্লট বাতিল করা হয়নি। ফলে কর্তৃপক্ষের ৯,৯৭,৪৬,২২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট - ০২]।**

অনিয়মের কারণ: চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্রের ৪ নং শর্তের লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: বরাদ্দপত্রের শর্ত এবং বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত পরিপালন করা হয়নি। এক্ষেত্রে আদায়যোগ্য অর্থ সুদসহ আদায় বা প্লট বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। এতে রাজউক এর আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করত: অনাদায়ী টাকা সুদসহ আদায় করা অথবা চূড়ান্ত বরাদ্দ পত্রের ৪নং শর্ত মোতাবেক বরাদ্দপত্র বাতিল করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনাম: আবাসিক প্লটকে অনিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর এবং বাণিজ্যিক ফি ও জরিমানা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ৫,৫৭,৯৬,০০০ (পাঁচ কোটি সাতান্ন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে আবাসিক প্লটকে অনিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর এবং বাণিজ্যিক ফি ও জরিমানা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ৫,৫৭,৯৬,০০০ টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জনাব কায়সারুজ্জামান এর নামে বিগত ২২/০৭/১৯৯২ খ্রি. তারিখে ৭ কাঠা ৮ ছটাক ২৫ ব.ফু. আয়তনের প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দ গ্রহীতা ০৮/০৮/২০০৫ খ্রি. তারিখে প্লটটি তাঁর ছোট বোন মিসেস তাওহিদা ফারুকি বেগম এর নামে দানসূত্রে লীজ দলিল সম্পন্ন করেন। ০৬/০৪/২০১০ খ্রি. তারিখে নকশা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নকশা আবাসিক হিসেবে অনুমোদিত। কানুনগোর পরিদর্শন রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় প্লটটিতে ১টি বেজমেন্টসহ ৯ তলা ইমারত রয়েছে। ইমারতটি আবাসিক এর পরিবর্তে বেঙ্গল ক্যানারি আবাসিক হোটেল নামে বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং শাখা-৭/৩-এল-২/৯৭(অংশ)/৪৫৬ তারিখ ১১/০৫/২০০০ খ্রি. এর সিদ্ধান্তক্রমে রাজউকের আওতাধীন গুলশান এলাকার ১০০ ফুট প্রশস্ত এভিনিউ ও প্রধান সড়কের উভয় পার্শ্বের আবাসিক প্লটসমূহ বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত রয়েছে। বর্ণিত প্লটটির সম্মুখের রাস্তা ২৫ ফুট বিধায় বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও রাজউক এর ১২/২০১৮ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং ৩০.৩ এ বর্ণিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি আদায় সাপেক্ষে ভবনটিকে গেস্ট হাউজ হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উল্লিখিত বেঙ্গল ক্যানারি আবাসিক হোটেলটি ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতেই বাণিজ্যিক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এস্টেট ও ভূমি-১ শাখার স্মারক নং-রাজউক/ এস্টেট ও ভূমি-১/গুল/০-১৬/এ-০৮/৪১৪০ তারিখ: ২২/১০/১৮ খ্রি. অনুযায়ী প্রতি কাঠা বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি ৩,৭৭,০০,০০০ টাকা ও ১২% হারে ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত জরিমানা বাবদ ১,৮০,৯৬,০০০ টাকাসহ মোট (৩,৭৭,০০,০০০+ ১,৮০,৯৬,০০০) বা ৫,৫৭,৯৬,০০০ টাকা আদায়যোগ্য **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩]।**

অনিয়মের কারণ: রাজউক কার্যালয়ের এস্টেট ও ভূমি-১ শাখার স্মারক নং-রাজউক/ এস্টেট ও ভূমি-১/গুল/০-১৬/এ-০৮/৪১৪০ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২৫.০০.০০০০.০১৯.০১.০১.০২.২০০৯/০৩ তারিখ ১৮.০১.২০১৮ খ্রি. এর নির্দেশনা মোতাবেক নকশা বহির্ভূত স্থাপনা অপসারণ/অননুমোদিত অংশের বিধি অনুযায়ী যথাযথ নকশা অনুমোদন গ্রহণের শর্তে গেস্ট হাউজ হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৮ নং প্লটটি গেস্ট হাউজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বাণিজ্যিক হারে রূপান্তর ফি ৭.৫৪ কাঠা×৫০,০০,০০০ টাকা বা ৩,৭৭,০০,০০০ টাকা এবং অননুমোদিতভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহার করায় উক্ত টাকার উপর ০১/১২/২০১৫ হতে ১২% হারে জরিমানা পরিশোধ করার জন্য গত ২২/১০/১৮ খ্রি. তারিখে পত্র জারী করা হয়। নির্ধারিত সময়ে উক্ত টাকা পরিশোধ না করাতে বাণিজ্যিক ব্যবহার করার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়নি। লীজ গ্রহীতা উক্ত পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে রিট মামলা নং-১৪৫০৫/২০১৮ দায়ের করেছেন। মামলা চলমান। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি এবং জরিমানা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি এবং জরিমানা বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনাম: ঢাকা শহরের মতিঝিল এলাকাতে রাজউক এর ৫৫৬.৮১ কাঠা বাণিজ্যিক প্লট বেদখল এবং উক্ত স্থানে অবৈধ দোকান, স্থাপনা, গাড়ীর গ্যারেজ, গাড়ীর কাউন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করার সুযোগ করে দেয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ১৬৭০,৪৩,০০,০০০ (এক হাজার ছয় শত সত্তর কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ঢাকা শহরের মতিঝিল এলাকাতে রাজউক এর ৫৫৬.৮১ কাঠা বাণিজ্যিক প্লট বেদখল এবং উক্ত স্থানে অবৈধ দোকান, স্থাপনা, গাড়ীর গ্যারেজ, গাড়ীর কাউন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের ১৬৭০,৪৩,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার প্লটের নথি বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিভিন্ন আয়তনের ৫৩টি প্লট রয়েছে এবং এর মধ্যে ০২টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । অবশিষ্ট ৫১টি প্লট বরাদ্দ করা হয়নি। এই অবরাদ্দকৃত ৫১টি প্লট এর জমির পরিমাণ ৫৫৬.৮১ কাঠা।

সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় রাজউকের লে-আউট প্লান অনুসারে চিহ্নিত প্লটগুলোর তালিকা ও বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় অবরাদ্দকৃত ৫১টি প্লট অবৈধ দখলদারদের দখলে রয়েছে। এই ৫১টি প্লট এর মধ্যে অবৈধ দোকান-স্থাপনা, গাড়ীর গারেজ, গাড়ীর কাউন্টার ইতাদি নির্মাণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে।

বাস্তব যাচাই করে দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণ এলাকাতে অবৈধ দোকান, গাড়ীর গ্যারেজ, গাড়ী মেরামতের ওয়ার্কসপ যেমন, মামুন মটরস, সোনালী অটোমোবাইল, ফারুক অটোমোবাইল, কবির অটোমোবাইল, আলহোসেন অটোমোবাইল, সালাম মটরস ইত্যাদি নামে প্রায় দেড়শত স্থাপনা রয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণ অবৈধ দখলের মাধ্যমে বহাল রয়েছে। রাজউক এসব স্থাপনা থেকে কোন ভাড়া পায়না। এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতেও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের স্মারক নং-৬১.৩৯.১৬.০০.০০.৯০.২০০৮-৪১১ তারিখ: ২৬-০৪-২০০৮খ্রি. এর নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি সকল জমির হালনাগাদ ইনভেন্টরী করতে হবে, কিন্তু রাজউক কর্তৃক তা করা হয়নি।

সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় রাজউক নির্ধারিত প্রতি কাঠা জমির মূল্য ৩,০০,০০,০০০ টাকা। এই হিসাবে উক্ত অবরাদ্দকৃত ৫১ টি প্লট এর ৫৫৬.৮১ কাঠা জমির মূল্য ৫৫৬.৮১ ×৩,০০,০০,০০০ বা ১৬৭০,৪৩,০০,০০০ টাকা।

কর্তৃপক্ষের জমির ইনভেন্টরী না করা এবং বেসরকারি দখলদারগণকে জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করার সুযোগ করে দেয়ায় কর্তৃপক্ষের ১৬৭০,৪৩,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট -০৪]।**

অনিয়মের কারণ: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের স্মারক নং-৬১.৩৯.১৬.০০.০০.৯০.২০০৮-৪১১ তারিখ: ২৬-০৪-২০০৮খ্রি. এর নির্দেশনা পরিপালন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিভিন্ন আয়তনের ৫৩টি প্লট রয়েছে এর মধ্যে রোড নং-১, প্লট নং ২, ৪, ৬, ৮ ও ১০ মোট ০৫টি প্লটের মামলা নং ৩১৫/৮৫ এবং ৩৪৫/৯৫ চলমান আছে। ২টি পূর্বে বরাদ্দ করা ও বাতিল করা হয়েছে । ২টি প্লট শেরে বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃক দখলকৃত এবং ৫টি প্লট পূর্বে বরাদ্দ থাকাতে ৪০টি প্লট নিলামে বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞপ্তি নং ০১/২০১৪-১৫ প্রকাশ করা হয়। ৩টি প্লটের বিপরীতে ৭টি দরপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বিক্রি করা যায়নি। অবৈধ প্লটগুলো দখলমুক্ত করানোর জন্য বিবিধ নথি নং ৫০/২০১৯ এর মাধ্যমে উন্নয়ন শাখা নির্বাহী প্রকৌশলী (ঢাকা দক্ষিণ), রাজউক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অবৈধ প্লটগুলো দখলমুক্ত করার জন্য রাজউক কর্তৃক যথাসময়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে প্লটগুলো দখলমুক্ত না করার জন্য দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্লটগুলোর অবৈধ দখলমুক্ত করার নিমিত্তে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫

শিরোনাম: অবৈধ ভবন অপসারণ ব্যয় ভবন মালিকের নিকট হতে আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ২৪,৪৬,৭৫৭ (চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত সাতান্ন) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, অবৈধ ভবন ভেঙ্গে ফেলার ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট ভবন মালিকের নিকট হতে আদায়যোগ্য হলেও তা আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ২৪,৪৬,৭৫৭ টাকা।

নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বুক, অবৈধ ভবন উচ্ছেদ সংক্রান্ত নথি ও উচ্ছেদ খরচের বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অবৈধ ভবন অপসারণ বাবদ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ২৪,৪৬,৭৫৭ টাকা ব্যয় করা হয়েছে । ১৯৫২ সালের গৃহ নির্মাণ আইন ৭(১) ধারা মোতাবেক অননুমোদিতভাবে নির্মিত ভবন ভেঙ্গে ফেলার ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট ভবনের মালিক হতে আদায়যোগ্য। অবৈধ ভবন উচ্ছেদ সংক্রান্ত নথি ও উচ্ছেদ খরচের বিবরণী যাচাইকালে দেখা যায়, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অননুমোদিতভাবে নির্মিত ভবন উচ্ছেদ সংক্রান্ত কাজে রাজউক কর্তৃক অর্থ ব্যয় করা হলেও সংশ্লিষ্ট ভবনের মালিক হতে উক্ত টাকা আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের মোট ২৪,৪৬,৭৫৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫]**।

অনিয়মের কারণ: ১৯৫২ সালের গৃহ নির্মাণ আইন ৭(১) ধারা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অবৈধ ভবন ভেঙ্গে ফেলার ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট ভবন মালিকের নিকট হতে আদায়যোগ্য হলেও তা আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে কর্তৃপক্ষের হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬

শিরোনাম: হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্পে বিভিন্ন ব্যয় খাতে পরিশোধিত বিল হতে ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৯,৪৪,৭৮,৬৫০ (উনিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্পে বিভিন্ন খাতে পরিশোধিত বিল হতে ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না হওয়া এবং মেরামত কাজের বিল হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের মোট ১৯,৪৪,৭৮,৬৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্পের প্রগ্রেস রিপোর্ট, ডিপিপি, হিসাব শাখায় পাশকৃত বিভিন্ন ক্যাশ ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। এই পরিশোধিত বিল হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাধারণ আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১৮ , তারিখ: ০৭-০৬-২০১৮ খ্রি. মোতাবেক প্রযোজ্য হারে ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা করার কোনো প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১৯,৪৪,৭৮,৬৫০ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬]**।

অনিয়মের কারণ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাধারণ আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১৮, তারিখ: ০৭-০৬-২০১৮ খ্রি. মোতাবেক ভ্যাট কর্তন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্পের খরচের টাকার উপর ভ্যাট কর্তন না করা সম্পর্কে কোনো জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রীম হিসেবে অর্থ প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে সমন্বয় ভাউচারে কোনো ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত ভ্যাট আদায় করত: সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৭

শিরোনাম: লালমাটিয়া আবাসিক এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করায় ১,৬৫,৯৪,০৮৮ (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, লালমাটিয়া আবাসিক এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করায় কর্তৃপক্ষের ১,৬৫,৯৪,০৮৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত এল এ কেস এবং ডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, "৯টি পরিত্যক্ত বাড়ীতে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প" এর ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর কমিটি কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে লালমাটিয়া আবাসিক এলাকা মৌজায় প্রতি শতাংশ জমির মূল্য ৪৮,৫১,০৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উক্ত মৌজায় প্রতি শতাংশ ৩২,৮৫,৬০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। "৯টি পরিত্যক্ত বাড়ীতে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প" এর ক্ষেত্রে (মৌজা-লালমাটিয়া আবাসিক এলাকা) প্রতি শতাংশ জমির মূল্য ৪৮,৫১,০৮০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রতি শতাংশ জমির মূল্য বাজার মূল্য অপেক্ষা (৪৮,৫১,০৮০-৩২,৮৫,৬০০) বা ১৫,৬৫,৪৮০ টাকা অতিরিক্ত হিসেবে পরিশোধ করায় লালমাটিয়া আবাসিক এলাকাতে ১০.৬০ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ১,৬৫,৯৪,০৮৮ টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭]**।

অনিয়মের কারণ: জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর চাহিদা মোতাবেক জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর অনুযায়ী "৯টি পরিত্যক্ত বাড়ীতে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প" এর ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ না করে অতিরিক্ত মূল্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৮

শিরোনাম: চুক্তির শর্ত মোতাবেক চুক্তিকৃত টাকার মধ্যেই VAT এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পুনরায় VAT বাবদ অর্থ যোগ করে Consultancy bill পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ১৭,১২,০৬২ (সতের লক্ষ বার হাজার বাষট্টি) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর অধীন প্রকল্প পরিচালক, গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, চুক্তি মোতাবেক চুক্তিকৃত টাকার মধ্যেই VAT অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পুনরায় চুক্তিকৃত টাকার সাথে VAT যোগ করে Consultancy bill ঠিকাদারকে প্রদান করা হয়েছে। ফলে কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১৭,১২,০৬২ টাকা।

নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কাজের Consultancy bill, এস্টিমেট, বিওকিউ এবং চুক্তিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গুলশান বনানী বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্পে Consultant এর কাজের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (পুর কৌশল বিভাগ) এর সাথে ১,৯৮,৯৫,০০০ টাকায় চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্ত নং ৫.১ অনুযায়ী চুক্তিকৃত ১,৯৮,৯৫,০০০ টাকার সাথে VAT অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং দাবীকৃত বিল হতে VAT বাবদ সংযুক্ত অর্থ কেটে রেখে অবশিষ্ট অর্থ Consultant কে প্রদানযোগ্য। ২য় চলতি বিল পর্যালোচনায় দেখা যায় বিলে দাবী করা হয়েছে ১,১৪,১৩,৭৫০ টাকা। উক্ত টাকার সাথে VAT বাবদ ১৭,১২,০৬২ টাকা যোগ করে মোট ১,৩১,২৫,৮১২ টাকা হতে পরবর্তীতে VAT বাবদ ১৭,১২,০৬২ টাকা এবং আয়কর বাবদ ১৩,৬৯,৭৫০ টাকা কর্তন করে ১,৪৪,০০০/৫০ টাকা কনসালটেন্টকে পরিশোধ করা হয়। ফলে Consultant কে ১৭,১২,০৬২ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **[বিস্তারিত** পরিশিষ্ট-**০৮]।**

অনিয়মের কারণ: চুক্তির শর্ত নং ৫.১ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ অনুসরণ করে VAT কর্তন করা হয়েছে। কোনো অনিয়ম করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: চুক্তি শর্ত নং ৫.১-এ উল্লেখ রয়েছে চুক্তিকৃত টাকার মধ্যেই VAT অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ চুক্তিকৃত টাকার মধ্যেই VAT যুক্ত রয়েছে। তথাপিও বিল প্রদানের ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত টাকার সাথে VAT বাবদ ১৭,১২,০৬২ টাকা যোগ করে পরবর্তীতে আবার VAT বিয়োগ করে Consultancy bill প্রদান করা হয়েছে। চুক্তিকৃত টাকার মধ্যেই VAT অন্তর্ভুক্ত থাকা ও পুনরায় বিলের সাথে VAT যোগ করায় একই বিলে ২ (দুই) বার VAT যুক্ত হয়েছে এবং ১ বার কর্তন করা হয়েছে । ফলে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত টাকা কনসালটেন্ট এর নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনাম: বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প এর Project Completion Report (PCR) -এ Training অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দেয়ায় ৬৬,৬৬,৬৭২ (ছেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শত বাহাত্তর) টাকা কর্তৃপক্ষের অপচয়।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর অধীন প্রকল্প পরিচালক, বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, Project Completion Report (PCR) -এ Training অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দেয়ায় ৬৬,৬৬,৬৭২ (ছিষট্টি লক্ষ ছিষট্টি হাজার ছয়শত বায়াত্তর) টাকা কর্তৃপক্ষের অপচয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের পার্ট-B Implementation Position অংশ এর ক্রমিক নং-০৪ এ Training of Project Personnel Item খাতে ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে ১,৫০,০০,০০০ টাকা [PCR এর Part-B (Rajuk) SL No-12(k)]। ট্রেনিং করার সমর্থনে জবাবের সাথে যে জি,ও এর কপি দেয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট ৩৬ জন কর্মকর্তা বিদেশ ট্রেনিং-এ অংশ নিয়েছেন এর মধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নন। এই সকল কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক কাজের সাথে জড়িত এবং এ সমস্ত কর্মকর্তা কোনো Technical Person নন। তাঁদের লব্ধ জ্ঞান প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কাজে লাগানোর সুযোগ নেই। ফলে এই ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দেয়াতে প্রকল্পের কোনো উপকার হয়নি। পরিশিষ্টে বর্ণিত এ ১৬জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দিয়ে সরকারের ৬৬,৬৬,৬৭২ টাকা অপচয় করা হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৯(১-২)]**।

অনিয়মের কারণ: Training of Project Personnel Item- এ কোনো Training না দেখানো এবং প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত নয় এমন ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দিয়ে সরকারি টাকার অপচয় করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫টি গ্রুপের ট্রেনিং বাবাদ ১,৫০,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ৫টি গ্রুপে ৫ বার বিদেশে Training করা হয়েছে। অডিট আপত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ট্রেনিং করা হয়নি বিষয়টি সঠিক নয়। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: পিসিআর-এর ছকে ট্রেনিং না করার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া সত্ত্বেও জবাবে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। ট্রেনিং করার সমর্থনে জবাবের সাথে যে জি.ও. এর কপি দেয়া হয়েছে উহা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিদেশে ট্রেনিং প্রাপ্ত মোট ৩৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৬ জন কর্মকর্তা এ প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়। ফলে এ ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দিয়ে কর্তৃপক্ষের অর্থ অপচয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দিয়ে সরকারি টাকা অপচয় করার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত ৬৬,৬৬,৬৭২ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০

শিরোনাম: ঠিকাদারের বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০,০১,১০৮ (দশ লক্ষ এক হাজার একশত আট) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতাধীন প্রকল্প পরিচালক, গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজউক, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ঠিকাদার বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করার মাধ্যমে রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে ১০,০১,১০৮ টাকা।

নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কাজের বিল, এস্টিমেট, বিওকিউ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা হতে ঠিকাদার মেসার্স এস এম কন্সট্রাকশনকে ৩য় ও চূড়ান্ত বিলে মোট ১০,০১,১০,৮২৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ , ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ বিধি-১৬ মোতাবেক ভিত্তি মূল্যের উপর আয়কর কর্তন হার নিরূপিত হবে। এক্ষেত্রে মোট কাজের মূল্য বা ভিত্তিমূল্য ১০,০১,১০,৮২৩ টাকা অর্থাৎ ১০ কোটি টাকার বেশী। ফলে ৭% হারে কর্তনযোগ্য আয়কর ৭০,০৭,৭৫৭ টাকা । কিন্তু আয়কর কর্তন করা হয়েছে ৬% হারে ৬০,০৬,৬৪৯ টাকা। ফলে ঠিকাদারের বিল হতে আয়কর কম কর্তন করায় সরকারের ১০,০১,১০৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে **[বিস্তারিত** পরিশিষ্ট-১০**]**।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ , ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ বিধি-১৬ [পরিপত্র নং-১ (আয়কর) ২০১৬-১৭ দ্বারা সংশোধিত] মোতাবেক ভিত্তি মূল্যের উপর আয়কর কর্তন হার ৭% নির্ধারণ না করে ৬% হারে আয়কর কর্তন করে বিল পরিশোধ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: আয়কর অধ্যাদেশ , ১৯৮৪ এর বিধি অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ বিধি-১৬ [পরিপত্র নং-১ (আয়কর) ২০১৬-১৭ দ্বারা সংশোধিত] মোতাবেক ভিত্তি মূল্যের উপর আয়কর কর্তন হার নির্ধারণযোগ্য। এক্ষেত্রে বিলের মোট টাকার পরিমাণ ১০,০১,১০,৮২৩ টাকা যা ১০ কোটি টাকার বেশী হওয়ায় আয়কর কর্তন হার হবে ৭%। কিন্তু ৬% হারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। কম হারে আয়কর কর্তন করার ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: কম কর্তনকৃত আয়কর ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১

শিরোনাম: ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে সংরক্ষিত কোটায় বরাদ্দকৃত প্লটের অতিরিক্তি ৩২টি প্লট অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ প্রদান।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা অফিসের আওতাধীন ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে সংরক্ষিত কোটায় বরাদ্দকৃত প্লটের অতিরিক্তি ৩২টি প্লট অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি, রাজউক এর ০৪/২০১৯ তম সাধারণ সভার কার্যপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং: প্রশা-৬/রাজ/২০১১/১৭৪ , তারিখ: ১০-০৪-২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ পদ্ধতি-২০১১ এর ৩ নং ক্রমিকের ১৫(ছ) শর্ত অনুযায়ী সংরক্ষিত কোটা ১০% রাখা হয়েছে [সূত্র: রাজউক এর ০৪/২০১৯ তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী এর পৃঃ নং-৭৮]।

ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের সংরক্ষিত কোটা ক্যাটাগরিতে ৫ (পাঁচ) কাঠা ও ৩ (তিন) কাঠা আয়তনের যথাক্রমে ৩৯৭ ও ১০১৩ টি প্লট রয়েছে। এর মধ্যে ৫ (পাঁচ) কাঠার জন্য সংরক্ষিত ১০% হিসাবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪০টি প্লট। কিন্তু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭০টি প্লট। ফলে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩০টি প্লট। অন্যদিকে ৩ (তিন) কাঠার জন্য সংরক্ষিত ১০% হিসাবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০১টি প্লট। কিন্তু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১০৩টি প্লট। ফলে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ০২ টি প্লট। ফলে ৫ কাঠা আয়তনের ৩০টি ও ৩ কাঠা আয়তনের ২টি সহ মোট (৩০+০২) বা ৩২টি প্লট অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১]।**

অনিয়মের কারণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং: প্রশা-৬/রাজ/২০১১/১৭৪, তারিখ: ১০-০৪-২০১১ খ্রি. এর মাধ্যমে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ পদ্ধতি-২০১১ এর ৩ নং ক্রমিকের ১৫(ছ) শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দের বিষয়টি সরকার কর্তৃক বিবেচিত হয়ে থাকে। যেহেতু প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় রাজউকের Controlling Authority সেহেতু প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় যেভাবে নির্দেশনা দেয় রাজউক বোর্ড সভাতে তাহাই অনুমোদন করে থাকে। এ বিষয়ে সরকারি বিধি মোতাবেক কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ পদ্ধতি-২০১১ এর শর্ত উপেক্ষা করে সংরক্ষিত কোটায় বরাদ্দকৃত প্লটের অতিরিক্ত প্লট অনিয়মিতভাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানকৃত ৩২ টি প্লটের বরাদ্দ বাতিল করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১২

শিরোনাম: মার্কেট বিক্রয়/হস্তান্তর বাবদ সিটি করপোরেশনের নিকট পাওনা টাকা আদায় না হওয়ায় সুদসহ কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ৩০২,৭৮,৮৮,৮৮৬ (তিনশত দুই কোটি আটাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার আটশত ছিয়াশি) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব মোতাবেক মার্কেট বিক্রয়/হস্তান্তর বাবদ সিটি করপোরেশনের নিকট পাওনা টাকা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ৩০২,৭৮,৮৮,৮৮৬ টাকা।

নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, রাজউকের নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি মার্কেট ১৯৮৩ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে হস্তান্তর করা হয়। এ বাবদ ১৯৮৩ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশন এর নিকট রাজউকের পাওনা হয় ২৭,৩৬,৭৮,২২২ টাকা। পরবর্তীতে উল্লিখিত টাকা আদায়ের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় জুন'২০১৯ পর্যন্ত সুদসহ টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০২,৭৮,৮৮,৮৮৬ টাকা, যা আদায়যোগ্য।

CPWA Code, Para 177(a) মোতাবেক অফিস প্রধান যে কোনো ধরনের আয় বকেয়া হওয়ার সাথে সাথে আাদায়ের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন হতে বকেয়া পড়ে থাকা সত্ত্বেও পাওনা টাকা আদায় করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে CPWA Code, Para 177(a) লঙ্ঘিত হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১২]।**

অনিয়মের কারণ: CPWA Code, Para 177(a) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: বকেয়া টাকা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: পাওনা টাকা আদায় ও কর্তৃপক্ষের আয় খাতে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩

শিরোনাম: অনুমোদিত নকশা ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ব্যতীত ইমারত নির্মাণ করার সুযোগ দেয়ায় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ফি বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ৮৯,৮৩,০০০ (উননব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা এর অধীন পরিচালক জোন-১ ও পরিচালক জোন-২ এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব মোতাবেক অনুমোদিত নকশা ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ব্যতীত ইমারত নির্মাণ করার সুযোগ দেয়াতে পরিকল্পিত নগরায়নে বাঁধা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ফি বাবদ ৮৯,৮৩,০০০ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে রাজউক এর পরিচালক জোন-১ ও পরিচালক জোন-২ এর সরেজমিন ভবন পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ বাংলাদেশ গেজেট ২৯-০৫-২০০৮ খ্রি. মোতাবেক ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ইমারত নির্মাণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু সরেজমিন ভবন পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা গিয়েছে যে, রাজউক এর এলাকাতে অপরিকল্পিতভাবে অনুমোদিত নকশা ব্যতীত ইমারত নির্মাণ করার সুযোগ দেয়ার কারণে রাজউকের অনুমোদিত নকশা ব্যতীত এবং ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ব্যতীত বিপুল সংখ্যক ইমারত নির্মিত হয়েছে। অনুমোদিত নকশা ব্যতীত এবং ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ব্যতীত ইমারত নির্মিত হওয়ায় একদিকে পরিকল্পিত নগরায়নে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অপরদিকে রাজউক রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। পরিচালক জোন-১ এর অফিস স্মারক নং ২৫৩৯.০০০০.০৭৮.১৬.০০১.১৯.৪৪, তারিখ: ২৭-০৩-২০১৯ খ্রি. এর মর্মানুযায়ী রাজউকের অনুমোদিত নকশা ব্যতীত ৮৪১৬ টি ভবন নির্মিত হয়েছে এবং (৪৫৮- রাজউক অনুমোদিত ১৩) বা ৪৪৫ টি নির্মাণাধীন ভবন রয়েছে ।

অনুরূপভাবে, পরিচালক জোন-২ এর অফিস স্মারক নং ২৫.৩৯.০০০০.০৯০.১৬.০০৮.১৬.৩৪৩, তারিখ: ০৩-০৫-২০১৭ খ্রি. এবং স্মারক নং ২৫.৩৯.০০০০.০৯০.১৬.০৪৩.১৬.৩৪২, তারিখ: ০৩/০৫/২০১৭ খ্রি: এর মর্মানুযায়ী রাজউকের অনুমোদিত নকশা ব্যতীত ১২২ টি ভবন নির্মিত হয়েছে। ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ,উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-২৭ মোতাবেক ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র এর প্রতিবার আবেদনের জন্য ন্যূনতম ফি ১০০০ টাকা। এ হিসাবে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণ না করায় পরিচালক জোন-১ ও ২ এর আওতাধীন মোট= (৮৮,৬১,০০০+১,২২,০০০) বা ৮৯,৮৩,০০০ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৩]** ।

অনিয়মের কারণ: ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-২৭ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য ন্যূনতম ফি আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ফি আদায় না হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৪

শিরোনাম: বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ১৫,৯০,০০০ (পনের লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা ।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা অফিসের অধীন পরিচালক, জোন-১, জোন-২, জোন-৩, জোন-৪, জোন-৫, জোন-৬, জোন-৭ ও জোন-৮ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব মোতাবেক বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের ১৫,৯০,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে রাজউক এর সদস্য উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ এর অধীন পরিচালক, জোন-১, জোন-২, জোন-৩, জোন-৪, জোন-৫, জোন-৬, জোন-৭ ও জোন-৮ এর প্লান অনুমোদন সংক্রান্ত নথি, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১৮(২) মোতাবেক আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্মাণ হওয়ার পর এর ব্যবহার বা বসবাসের জন্য Occupancy সনদ গ্রহণ করতে হবে। বিধি ১৮(২) মোতাবেক ব্যবহার বা বসবাস সনদ গ্রহণের জন্য আবেদন করার সাথে (ক) সমাপ্তি প্রতিবেদন (খ) অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা (গ) ইমারতের কাঠামো নকশা (ঘ) ইমারতের সেবা সংক্রান্ত নকশা জমা প্রদান করতে হবে। বিধি ২৩(১) মোতাবেক ৫ বছরের সনদ প্রদান করতে হবে। প্রতি ৫ বছরের জন্য Occupancy সনদ প্রদান করতে হবে। প্রতি ৫ বছর পর নবায়ন করতে হবে। বিধি ২৩(২) মোতাবেক ব্যবহার সনদ নবায়নের জন্য ৯০ দিন পূর্বে ফিসহ আবেদন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবায়ন না করা হলে জরিমানাসহ ১০ গুন ফি প্রদানপূর্বক নবায়ন করতে হবে।

বিধি ২৩(৩) মোতাবেক ব্যবহার সনদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট ভবনের নির্মাণ অনুমোদন আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফি এর ১০ গুণ ফি আইন অনুযায়ী ইমারত নির্মাণ কমিটি কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানা প্রদানপূর্বক নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

পরিশিষ্টে বর্ণিত ইমারতসমূহের ক্ষেত্রে বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ছাড়াই অনিয়মিতভাবে বসবাস করায় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ২৩(২) মোতাবেক ১০ গুণ ফি নবায়ন ফি বাবদ অনাদায়ী থাকায় (১৫৯×১০×১০০০) বা ১৫,৯০,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট -১৪(১-৮)]।**

অনিয়মের কারণ: ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১৮(২), ২৩(১), ২৩(২) ও ২৩(৩) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর মালিক কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে নির্ধারিত ফরমে ইমারত ব্যবহার তথ্য Occupancy সনদের জন্য আবেদন করার বিধান থাকলেও মালিকপক্ষ হতে Occupancy সনদ পাওয়ার জন্য আবেদন করা হয়নি। Occupancy সনদ ছাড়া ভবন ব্যবহার রোধকল্পে Occupancy সনদ ব্যতীত কোনো ভবনে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ প্রদান না করার জন্য ডেসকো/ডিপিডিসি, ঢাকা ওয়াসা ও তিতাস গ্যাস কোম্পানি লিঃ কে চিঠি দেয়া হয়েছে কিন্তু ফলপ্রসু কিছু হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: বিধি মোতাবেক রাজউক কর্তৃক Occupancy ফি আদায় করা হয়নি। এই ফি আদায়ে রাজউকের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা রয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত Occupancy সনদ ফি আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫

শিরোনাম: পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এর অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা **১২৬.১৯৫** একর জমি কম দখলে নেয়ায় জমির ক্রয় মূল্য বাবদ আর্থিক ক্ষতি **১১,০২,৩১,৪৫৯** (এগার কোটি দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার চারশত ঊনষাট) টাকা।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা অফিসের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব মোতাবেক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এর অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা **১২৬.১৯৫** একর জমি কম দখলে নেয়ায় জমির ক্রয় মূল্য বাবদ আর্থিক ক্ষতি **১১,০২,৩১,৪৫৯** টাকা।

নিরীক্ষাকালে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এর অধিগ্রহণকৃত জমি ও প্রকল্পে ব্যবহৃত জমির হিসাব পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এর জুন'১৯ মাসের প্রগ্রেস রিপোর্ট মোতাবেক অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ ৬২১৩.৫৫ একর এবং এ বাবদ পরিশোধিত মূল্য ৫৪২,৭৫,৪৪,০০০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি একর জমির ক্রয় মূল্য (৫৪২,৭৫,৪৪,০০০÷৬২১৩.৫৫) বা ৮৭৩৫০১ টাকা। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এর বিভিন্ন খাতে ব্যবহৃত জমির তালিকা হতে দেখা যায় আবাসিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য, সামাজিক কাজ, খেলার মাঠ, আরবান গ্রীণ, ক্রীড়া, বন ও ইকো পার্ক, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক, বিভিন্ন স্থাপনা, সামাজিক স্থাপনা, নাগরিক সুবিধা, পুলিশ, শিল্প পার্ক, রাস্তা, ওয়াটার বডি মোট ২০টি ক্যাটাগরিতে মোট ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৬০৮৭.৩৫৫ একর । কিন্তু অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ ৬২১৩.৫৫ একর। ফলে অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা (৬২১৩.৫৫-৬০৮৭.৩৫৫) বা **১২৬.১৯৫** একর জমি কম দখলে নেয়াতে জমির ক্রয় মূল্য বাবদ ক্ষতি **১২৬.১৯৫×৮৭৩৫০১** বা **১১,০২,৩১,৪৫৯** টাকা **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৫]**।

অনিয়মের কারণ: অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা **১২৬.১৯৫** একর জমি কম দখলে নেয়া।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জমি অধিগ্রহণ কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়নি। অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা কম জমি দখলে নেয়ায় জমির ক্রয় মূল্য বাবদ আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা যে **১২৬.১৯৫** একর জমি কম দখলে নেয়া হয়েছে, ঐ জমি প্রকল্পের দখলে নেয়া আবশ্যক এবং অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা কম জমি দখলে নেয়ায় জমি অধিগ্রহণ কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬

শিরোনাম: দ্বৈত নামে বরাদ্দকৃত প্লট বা একই ব্যক্তির নামে একাধিক বরাদ্দকৃত প্লট পরবর্তীতে সমর্পণ বা বাতিল করা হলেও সমর্পণকৃত/বাতিলকৃত প্লটগুলোর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা অফিসের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, দ্বৈত নামে প্লট বরাদ্দ হওয়া বা একই ব্যক্তির নামে একাধিক প্লট বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে সমর্পণকৃত/বাতিলকৃত প্লটগুলোর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষাকালে পরিচালনা পর্ষদ সভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর নামে দ্বৈত প্লট বরাদ্দ হয়েছে, আবার একই ব্যক্তির নামে একাধিক প্লট বরাদ্দ হয়েছে। একই ব্যক্তির একাধিক প্লট বরাদ্দ পাওয়ায় ১টি প্লট বাতিল করা হয়েছে। আবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্লট বরাদ্দ পাওয়ায় এক জনের প্লট বাতিল করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু কোড নং উল্লেখ করে প্লট বরাদ্দ দিয়ে পরবর্তীতে ১টি কোড নং বহাল রেখে অন্যটি বাতিল করা হয়েছে । বারংবার চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও এসব বাতিলকৃত প্লটগুলোর বিষয়ে পরবর্তীতে রাজউক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বা কোনো নীতিমালায় আবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিরীক্ষাদলকে সরবরাহ করা হয়নি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৬]।**

অনিয়মের কারণ: সমর্পণকৃত/ বাতিলকৃত প্লটগুলোর বিষয়ে পরবর্তীতে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে কোনো তথ্য সংরক্ষণ না করা ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: জবাব প্রদান করা হয়নি। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: সমর্পণকৃত বা বাতিলকৃত প্লটগুলোর বিষয়ে রাজউক কর্তৃক কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বা কোনো নীতিমালায় আবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিরীক্ষাদলের নিকট উপস্থাপন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ: সমর্পণকৃত বা বাতিলকৃত প্লটগুলোর বিষয়ে রাজউক কর্তৃক কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৭

শিরোনাম: বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় ২,৯৪,৭৬,১৮৩ (দুই কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত তিরাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা অফিসের ২০১৮-২০১৯ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় দীর্ঘদিন বকেয়া ভাড়া আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের ২,৯৪,৭৬,১৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত রেজিস্টার বকেয়া ভাড়া আদায় প্রতিবেদন ও নথি যাচাই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ১৮ টি ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট হতে চুক্তি মোতাবেক ভাড়া আদায় না করায় ২০১০ সাল হতে বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ হয়েছে ২,৯৪,৭৬,১৮৩ টাকা । পরিশিষ্টে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজউকের এনেক্স ভবনের বিভিন্ন তলা দীর্ঘদিন পূর্বে ভাড়া প্রদান করা হয়। উক্ত ভাড়াটিয়াগণের নিকট থেকে ২০১০ সাল হতে ভবনের ভাড়া পরিশোধ না করলেও রাজউক কর্তৃক ভবন ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে বকেয়া ভাড়া সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত মোট বকেয়া ভাড়া ২,৯৪,৭৬,১৮৩ টাকা। উক্ত বকেয়া আদায়ের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

CPWA Code, Para 177(a) মোতাবেক অফিস প্রধান যে কোনো ধরনের আয় বকেয়া হওয়ার সাথে সাথে আদায়ের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন হতে বকেয়া ভবন ভাড়া আদায়ের কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ২,৯৪,৭৬,১৮৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১৭]।**

অনিয়মের কারণ: CPWA Code, Para 177(a) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: রাজউক এনেক্স ভবনের বিভিন্ন তলাতে ৩ ক্যাটাগরিতে ১৭টি প্রতিষ্ঠানকে ১৯৮৫ হতে ১৯৯০ সাল সময়ে প্রতি বঃফুঃ ৬/৭ টাকা হারে ভাড়া প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ভাড়া বিভিন্ন বছরে বর্ধিত করা হয়। ২০০৮ সাল হতে ২৫ টাকা/৩০ টাকা প্রতি বঃফুঃ ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। এই সময় হতে বর্ধিত ভাড়া ভাড়াটিয়াগণ পরিশোধ করেননি। ২০১১ সালে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১১-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং ১৮-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি কোনো নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য: কর্তৃপক্ষের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করা হলেও বকেয়া বাড়ীভাড়া অনাদায়ী রয়েছে। এতে কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: বকেয়া বাড়ী ভাড়া আদায় করার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখ: ______ বঙ্গাব্দ
২৯/০৫/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ।

মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯
চূড়ান্ত বরাদ্দপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করায় বিজিএমইএ-র অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমির মূল্য বাবদ ছাড়কৃত আদায়যোগ্য টাকার বিবরণী:

বরাদ্দ গ্রহীতার নাম ও বরাদ্দপত্র	প্লটের বিবরণ	আদায়যোগ্য টাকা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) স্মারক নং রাজউক/এস্টেট ও ভূমি-২/৮৭৩ স্থাঃ ২৪/০৪/২০১৭ খ্রি.	সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক ১৭/এইচ-১ নং সেক্টরের এভিনিউ-৬ এবং লেক ড্রাইভ রাস্তার ১১০ কাঠা আয়তনের ৭ ও ৭/এ নং প্রাতিষ্ঠানিক ২টি প্লট।	১১,০০,০০,০০০	
		১১,০০,০০,০০০	

কথায়: এগার কোটি টাকা।

অনিয়মের কারণ: বরাদ্দপত্রের শর্ত নং-১৩ অনুযায়ী প্লটটি যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে শুধু সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। বরাদ্দকৃত প্লট কোন ক্রমেই যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেমন : আবাসিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহার করলে প্লটের উপর ইমারত নির্মাণ করা হলেও উহা লীজ বাতিল করে প্লটটি ইমারতসহ দখল করতে পারবেন। এতে বরাদ্দ প্রতিষ্ঠান কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন না। আলোচ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রের ১৩নং শর্ত অমান্য করে বিজিএমইএ-র অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমি লীজ দলিলের মাধ্যম হস্তান্তর করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-০২

পরিশিষ্ট -০২

নিরীক্ষিত অফিস : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকায় বরাদ্দ গ্রহীতাকে বারবার সময় বর্ধনের আবেদন মঞ্জুর করা সত্ত্বেও টাকা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের ক্ষতির বিবরণী :

প্লটের বিবরণ	প্রতিষ্ঠানের বিবরণ	২য় কিস্তির পরিমাণ ও পরিশোধের শেষ তারিখ	সময় বর্ধন	বিলম্ব জরিমানা	সময়কাল	আদায়যোগ্য টাকা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকার ১৬/আই সেক্টরের ওয়েস্ট এভিনিউ রাস্তার ২ নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লট।	EHC MULTI-TRADE CENTER LTD.	২য় কিস্তির টাকার পরিমাণ ৬,১১,৯৪,০০০ শেষ তারিখ ৩১/১০/২০১৪ খ্রি.	২৪/০৩/২০১৫ খ্রি. ০৭/০৭/২০১৫ খ্রি. ২৮/১২/২০১৫ খ্রি. ২৩/০২/২০১৭ খ্রি. ২০/০৭/২০১৭ খ্রি. ০২/০১/২০১৮ খ্রি. এবং সর্বশেষ ২৭/০৮/২০১৮ খ্রি.	১২%	০১/১১/২০১৪ খ্রি. হতে ৩১/০১/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত (নিরীক্ষা চলাকালীন পর্যন্ত) ০৫ বছর ০৩ মাস।	৬,১১,৯৪,০০০×১২%× ৫ বছর ৩ মাস বা ৩,৮৫,৫২,২২০ টাকা। মোট আদায়যোগ্য টাকা (৬,১১,৯৪,০০০+৩,৮৫,৫২,২২০) বা ৯,৯৭,৪৬,২২০ টাকা।	০১। শুধুমাত্র ২য় কিস্তির টাকার হিসাব করে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। ৩১/০১/২০২০খ্রি. পর্যন্ত ২য় কিস্তির টাকা (বিলম্ব জরিমানাসহ) আদায়যোগ্য। ০২। ৩য় কিস্তির টাকা আপত্তিতে হিসাব করা হয়নি। ০৩। কর্তৃপক্ষের ০৯/২০১৭তম বোর্ড সভা এবং ০২/২০১৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মতে ১২% বিলম্ব ফি আদায়যোগ্য।
						৯,৯৭,৪৬,২২০ টাকা।	

কথায়: নয় কোটি সাতানব্বই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশত বিশ টাকা।

অনিয়মের কারণ: বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী ২য় কিস্তির টাকা পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ ছিল ৩১/১০/২০১৪ খ্রি. । কিন্তু ৩১/০১/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২য় কিস্তির টাকা (বিলম্ব জরিমানাসহ) আদায় বা প্লট বরাদ্দ বাতিল না করা।

অনুচ্ছেদ-০৩

পরিশিষ্ট-০৩

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

আবাসিক প্লটকে অনিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর এবং বাণিজ্যিক ফি ও জরিমানা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

প্লটের বিবরণ ও আয়তন	হস্তান্তর সূত্রে মালিক	প্রতি কাঠার বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি হিসাবে মোট বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি (টাকা)	আয়কর রিটার্ন মোতাবেক যে সময় হতে বাণিজ্যিক ব্যবহার হচ্ছে	২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর বা ০৪ বছরে ১২% হারে অতিরিক্তি আদায়যোগ্য টাকা	মোট আদায়যোগ্য টাকা (২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
প্লট নং-০৮, রোড নং-১৬/এ, গুলশান আ/এ, ঢাকা। প্লটে জমির পরিমাণ ৭ কাঠা ৮ ছটাক ২৫ ব.ফু.।	মিসেস তাওহিদা ফারুকি বেগম।	৩,৭৭,০০,০০০	২০১৫-১৬ অর্থ বছর	১,৮০,৯৬,০০০	(৩,৭৭,০০,০০০+ ১,৮০,৯৬,০০০) বা ৫,৫৭,৯৬,০০০	এস্টেট ও ভূমি-১ শাখার স্মারক নং-রাজউক/ এস্টেট ও ভূমি-১/গুল/০-১৬/এ-০৮/৪১৪০ তারিখ: ২২/১০/১৮খ্রি. অনুযায়ী প্রতি কাঠা বাণিজ্যিক রূপান্তর ফি ৫০,০০,০০ টাকা এবং প্রতি বছরের জন্য জমির মূল্যের উপর ১২% হারে জরিমানা আরোপযোগ্য ।
					৫,৫৭,৯৬,০০০ টাকা	

কথায়: পাঁচ কোটি সাতান্ন লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা।

অনিয়মের কারণ: প্লটটির নকশা আবাসিক হিসেবে অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও প্লটটি অনিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তর এবং বাণিজ্যিক হিসেবে ফি আদায় না করা।

অনুচ্ছেদ-০৪
পরিশিষ্ট-০৪

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

ঢাকা শহরের মতিঝিল এলাকাতে রাজউক এর ৫৫৬.৮১ কাঠা বাণিজ্যিক প্লট বেদখল এবং উক্ত স্থানে অবৈধ দোকান-স্থাপনা, গাড়ীর গ্যারেজ, গাড়ীর কাউন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করার সুযোগ করে দেয়ায় কারণে কর্তৃপক্ষের ক্ষতির বিবরণী:

সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় বিভিন্ন আয়তনের প্লটের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত প্লট	অবশিষ্ট অবরাদ্দকৃত/অবৈধ দখলকৃত প্লটের সংখ্যা	অবশিষ্ট অবরাদ্দকৃত/অবৈধ দখলকৃত প্লটের জমির পরিমাণ	সম্প্রসারিত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় রাজউক নির্ধারিত প্রতি কাঠা জমির মূল্য (টাকা)	অবরাদ্দকৃত/অবৈধ দখলকৃত প্লটের জমির মূল্য **(টাকা)**
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬(৪×৫)
৫৩টি	০২টি	৫১টি	**৫৫৬.৮১ কাঠা**	**৩,০০,০০,০০০**	১৬৭০,৪৩,০০,০০০
					১৬৭০,৪৩,০০,০০০

কথায়: এক হাজার ছয়শত সত্তর কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ টাকা ।

অনিয়মের কারণ: প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের স্মারক নং-৬১.৩৯.১৬.০০.০০.৯০.২০০৮-৪১১ তারিখ: ২৬-০৪-২০০৮ খ্রি . এর লঙ্ঘন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-০৫

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

অবৈধ ভবন অপসারণ ব্যয় ভবন মালিকের নিকট হতে আদায় না করাতে ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক	ভারীগাড়ী ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী শাখা/দপ্তর	ব্যবহারের তারিখ/সময়কাল	ব্যবহৃত দিন	প্রতিবেদন মোতাবেক আদায়যোগ্য টাকা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	রাজউক জোন-১	২৬/০২/২০১৯	০১ দিন	২৬,৯৪০	অননুমোদিতভাবে নির্মিত ভবন ভেঙ্গে ফেলার ব্যয়ভার রাজউক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ভবন মালিকের নিকট হতে আদায়যোগ্য।
০২	রাজউক জোন-২	০৯/০৪/২০১৮-১৩/০৩/২০১৯	১০ দিন	২,৮৯,২৮০	
০৩	রাজউক জোন-৩	১৭/০৪/২০১৮-২৫/০৯/২০১৯	০৫ দিন	১,৩৭,৭৫৫	
০৪	রাজউক জোন-৪	১০/০৪/২০১৮-৩০/০১/২০১৯	১৬ দিন	৪,৬৬,৫২০	
০৫	রাজউক জোন-৫	১২/০৪/২০১৮-২৬/০৯/২০১৮	০৪ দিন	৫৭,৭০০	
০৬	রাজউক জোন-৬	১১/০৪/২০১৮-১৯/০১/২০১৯	০৭ দিন	১,৬৯,১৪০	
০৭	রাজউক জোন-৭	০৪/০৪/২০১৮-৩০/০৯/২০১৮	০৯ দিন	২,৫৮,৬১৭	
০৮	রাজউক জোন-৮	২৯/০৮/২০১৮-১৩/০২/২০১৯	০৪ দিন	১,১৯,৭২০	
০৯	প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্প	২২/০৭/২০১৮ - ১২/০৩/২০১৯	০৩ দিন	১,৩১,৬৫০	
১০	নির্বাহী প্রকৌশলী (কেন্দ্রীয়)	১৬/০৪/২০১৮-০৩/০৩/২০১৯	০৫ দিন	১,২৯,০৩০	
১১	প্রকল্প পরিচালক, হাতির ঝিল প্রকল্প	১৫/০৭/২০১৮	০১ দিন	১৫,৪০০	
১২	উপ পরিচালক(এস্টেট ও ভূমি-২)	২৪/০৪/২০১৯	০১ দিন	৫২,৭০৫	
১৩	নির্বাহী প্রকৌশলী (উত্তর ঢাকা)	১৭/০১/২০১৯	০১ দিন	২২,০০০	
১৪	রাজউক জোন-২	০৪/০৪/১৯ ও ০৭/০৪/১৯	০২ দিন	৪৪,৯১০	
১৫	রাজউক জোন-৩	০৮/৪/১৯, ১১/৪/১৯, ২৫/০৪/১৯, ০৭/০৭/১৯, ১৭/০৭/১৯	০৬ দিন	১,৩২,৩২০	
১৬	রাজউক জোন-৪	১৮/৪/১৯, ১৯/৫/১৯, ১৯/৬/১৯, ৮/৭/১৯ ও ১০/৭/১৯	০৫ দিন	১,৩১,৮০০	
১৭	রাজউক জোন-৫	২৩/৪/১৯, ১৪/৭/১৯, ১৮/৭/১৯	০৩দিন	৬২,৮৫০	
১৮	রাজউক জোন-৬	২৫/৪/১৯, ৪/৭/১৯,১০/৭/১৯, ১৮/৭/১৯, ২১/৭/১৯	০৫ দিন	১,৩১,৮৬০	
১৯	রাজউক জোন-৭	০৩/০৪/১৯, ২৯/০৪/১৯, ২২/০৭/১৯	০৩দিন	৬৬,৫৬০	
				২৪,৪৬,৭৫৭	

কথায়: চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত সাতান্ন টাকা।

অনিয়মের কারণ: ১৯৫২ সালের গৃহ নির্মাণ আইন এর ৭(১) ধারা লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ-০৬

পরিশিষ্ট-০৬

নিরীক্ষিত অফিস : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

হাতিরঝিল লেকের দূষিত পানি পরিশোধন প্রকল্পে বিভিন্ন ব্যয় খাতে পরিশোধিত বিল হতে ভ্যাট আদায় ও সরকারি খাতে জমা না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী:

Deligated Procurement Work সম্পাদনকারি/ ঠিকাদার	খরচের কোড নং	খরচের বিবরণ	খরচকৃত টাকার পরিমাণ	প্রযোজ্য ভ্যাটের হার	ভ্যাট বাবদ সরকারি খাতে জমাযোগ্য টাকা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	৩২১১৫	পানি পরিশোধন সিস্টেম ইন্সটেলোশন	১৮,৭৫,০০০	৭%	১,৩১,২৫০	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক খরচ করা হয়েছে। খরচের ভাউচার সরবরাহ করা হয়নি। খাতভিত্তিক খরচের বিবরণী হতে তথ্য নেয়া হয়েছে।
	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সী ব্যয়	১০৯,৫০,০০,০০০	১৫%	১৬,৪২,৫০,০০০	
	৩২৫৭১০৪	সার্ভে কাজ	১৯,৫০,০০০	১৫%	২,৯২,৫০০	
	৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৯,৭১,৫০,০০০	১৫%	১,৪৫,৭২,৫০০	
	৩২২১১০৫	টেস্ট ফি প্রদান	১৬,৫০,০০০	১৫%	২,৪৭,৫০০	
	৪১১২৩০৪	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়	৭,৩১,২৫,০০০	১৫%	১,০৯,৬৮,৭৫০	
	৪১১২৩১০	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ক্রয়	৭,৯৫,৭৩,০০০	৫%	৩৯,৭৮,৬৫০	
	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	৭,৫০,০০০	৫%	৩৭,৫০০	
				মোট	১৯,৪৪,৭৮,৬৫০	

কথায়: উনিশ কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা।

অনিয়মের কারণ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাধারণ আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রি. মোতাবেক ভ্যাট কর্তন না করা।

অনুচ্ছেদ-০৭
পরিশিষ্ট-০৭

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

লালমাটিয়া আবাসিক এলাকায় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করায় ক্ষতির বিবরণী:

যে প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে	অধিগ্রহণ করা জমির পরিমাণ	অধিগ্রহণ করা জমির এল এ কেস নং	অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ (প্রতি শতাংশ) (টাকা)	লালমাটিয়া আ/এ মৌজাতে সাব রেজিস্টারের কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি শতাংশ জমির মূল্য/বাজার মূল্য (টাকা)	প্রতি শতাংশ জমিতে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ (টাকা)	মোট অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ (টাকা)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭(২×৬)
৯টি পরিত্যক্ত বাড়ীতে বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১০.৬০ শতাংশ	০৯/২০১৫-১৬ ঢাকা জেলা, লালমাটিয়া আ/এ মৌজা	৪৮,৫১,০৮০	৩২,৮৫,৬০০	১৫,৬৫,৪৮০	১,৬৫,৯৪,০৮৮
						১,৬৫,৯৪,০৮৮

কথায়: এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটাশি টাকা ।

অনিয়মের কারণ: জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সাব রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, মোহাম্মদপুর, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত বাজার দর অপেক্ষা অতিরিক্ত দরে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ ।

নিরীক্ষিত অফিস : রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর : ২০১৮-২০১৯

চুক্তির শর্ত মোতাবেক চুক্তিকৃত টাকার মধ্যেই VAT এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পুনরায় VAT বাবদ অর্থ যোগ করে Consultancy bill পরিশোধের বিবরণী:

ঠিকাদার	কাজের নাম, চুক্তি নং তারিখ, চুক্তির টাকা	ভাউচার নং তারিখ	চুক্তি মোতাবেক VAT সহ বিলের টাকার পরিমাণ	VAT যোগ করা হয়েছে (টাকা)	প্রাপ্যতা ব্যতীত প্রদত্ত (টাকা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
মেসার্স বিআরটিসি বুয়েট	গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন প্রকল্প এর কাজের Consultancy চুক্তি সূত্র নং- ২৫.৩৯.০০০০.১৪৩.২৮.০০৯.১৭/১৪৫ তারিখ: ২৭/০৭/২০১৭ খ্রি. চুক্তিমূল্য: ১,৯৮,৯৫,০০০ টাকা ভেরিয়েশন: ২,২৮,২৭,৫০০ টাকা	১২০৭/অক্টো/২০১৮	১,১৪,১৩,৭০০	১৭,১২,০৬২	১৭,১২,০৬২	চুক্তি মোতাবেক চুক্তিকৃত টাকা VAT সহ উল্লেখ থাকলেও চুক্তিকৃত টাকার সাথে VAT যোগ করে Consultancy bill ঠিকাদারকে প্রদান করায় অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
					১৭,১২,০৬২ টাকা	

কথায়: সতের লক্ষ বার হাজার বাষট্টি টাকা।

অনিয়মের কারণ: চুক্তি মোতাবেক চুক্তিকৃত টাকার সাথে VAT অন্তর্ভুক্ত থাকলেও পুনরায় চুক্তিকৃত টাকার সাথে VAT যোগ করে Consultancy bill প্রদান।

পরিশিষ্ট-০৯(১)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

প্রকল্পের Project Completion Report (PCR)-এ Training অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দেয়ায় কর্তৃপক্ষের অর্থ অপচয়ের বিবরণী:

প্রকল্পের নাম	পিসিআর-এ প্রদর্শিত ট্রেনিং সম্পর্কিত আইটেম	পিসিআর-এ প্রদর্শিত ট্রেনিং খাতে ব্যয় বিবরণ	পিসিআর-অনুযায়ী ৩৬ জন কর্মকর্তার ট্রেনিং খাতে ব্যয় (টাকা)	প্রতি কর্মকর্তা জন্য ট্রেনিং খাতে ব্যয় (টাকা)	প্রকল্পের execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নন এরুপ ১৬জন কর্মকর্তার জন্য ট্রেনিং খাতে ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প	Training of project personnel	PCR এর Part-B(Rajuk) SL No-12(k) তে Training of project personnel Item কলাম আছে কিন্তু Training গ্রহণকারি কর্মকর্তার নাম, পদবি, ট্রেনিং গ্রহণের দেশের নাম, সময়কাল, ট্রেনিং বিষয় কিছুই উল্লেখ নেই।	১,৫০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০÷৩৬ =৪,১৬,৬৬৭	৪১৬৬৬৭×১৬ =৬৬,৬৬,৬৭২	
			১,৫০,০০,০০০	৪,১৬,৬৬৭	৬৬,৬৬,৬৭২	

কথায়: ছেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয় শত বাহাত্তর টাকা।

অনিয়মের কারণ: প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত নয় এমন ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দিয়ে সরকারি টাকার অপচয় করা ।

অনুচ্ছেদ-০৯
পরিশিষ্ট-০৯(২)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

রাজউক নিয়ন্ত্রণাধীন হাতিরঝিল প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নন এই ১৬ জন কর্মকর্তার নাম পদবীসহ Foreign Training দিয়ে সরকারি টাকার অপচয় করার বিবরণী:

ক্রমিক নং	জি ও নং	যে দেশে ট্রেনিং হয়েছে	নাম	পদবী	মন্তব্য
01	02	03	04	05	06
01	MOHPW/PI-3/2(36)/2008/167 dt 28/6/12	China & Vietnam	Mr. Md.Syeedul Haque	Joint Chief, Planning Commission	(ক) ৩৬ জন কর্মকর্তাকে Forign Training দিয়ে সরকারি অর্থ খরচ করা হয়েছে ১,৫০,০০,০০০ টাকা।
			Mr. Mohammad Shamsul Alam	Deputy Secretary,ERD	
			Mr. Shodiul Islam Bhuiyan	Executive Magistrate	
			Mr. Animesh Shome	Asst. Chief, MOHPW	
			Mollick Md.Emamul Haque	Protocol officer, MOHPW	
02	MOHPW/PI-3/5(20)/2006/166 dt 28/6/12	China & Vietnam	Mr. Md.Moinul Islam Titas	DeputyChief,Planning Commission	
			Mr. Akramuzzaman	Senior Asst. Secretary,ERD	(খ) এই হিসাবে প্রকল্পের Execution কাজের সাথে সম্পৃক্ত নন এই ১৬ জনের জন্য খরচ করা হয়েছে ৬৬,৬৬,৬৭২ টাকা।
			Mr. Abul Baker Md.Touhid	Asst. Chief, Planning Commission	
03	MOHPW/PI-3/5(20)/2006/160 dt 17/7/13	China & Vietnam	Mr. Md.Abu Masud	Deputy Secretary, MOHPW	
			Mr. Mohammad.Asaduzzaman	APS to the Hon'ble State Minister, MOHPW	
			Mr. Abdullah-Al-Masud	Asst. Director, IMED	
					(গ) এই খরচের ভাউচার সরবরাহ করা হয়নি।
04	25.032.14.00.00.011.2015/74 dt.16/03/16	China & South Korea	Mr. Seikh Nazrul Islam	Chief, IMED	
			Mr. S.M . Golam Ali	Chief, Planning Commission	
05	25.032.14.00.00.011.2015/74 dt.16/03/16	Netherlands & Croatia	Mr. Md. Mahamudul Haque	Joint Secretary, MOHPW	
			Mr. Md. Fahimul Islam	Joint Secretary,IMED	
			Mr.A.H.M Kamruzzaman	DeputyChief,Planning Commission	
					৬৬,৬৬,৬৭২

কথায়: ছেষট্টি লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শত বাহাত্তর টাকা।

অনিয়মের কারণ: প্রকল্পের কাজে সম্পৃক্ত নয় এমন ১৬ জন কর্মকর্তাকে Foreign Training দিয়ে সরকারি টাকার অপচয় করা ।

পরিশিষ্ট-১০

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

ঠিকাদারের বিল হতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করার বিবরণী:

ঠিকাদার	কাজের নাম	ভাউচার নং তারিখ	বিলের মোট টাকার পরিমাণ (টাকা)	৬% হারে আয়কর কর্তনকৃত (টাকা)	৭% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য (টাকা)	আয়কর কম কর্তন (টাকা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭(৬-৫)	০৮
মেসার্স এস এম কন্সট্রাকশন	গুলশান -বনানী-লেকের মহাখালী লিংক রোড হতে গুলশান তেজগাও লিংক রোড অংশে স্লাভ অপসারণ, মাটি খনন ও লেকপার সংরক্ষণ কাজ (লট-৫)। চুক্তি নং25.39.0000.143.14.001.15.100 dt. 02/05/2016	৩১২২/মে/১৯ (৩য় চূড়ান্ত বিল)	১০,০১,১০,৮২৩	৬০,০৬,৬৪৯	৭০,০৭,৭৫৭	১০,০১,১০৮	
						১০,০১,১০৮ টাকা	

কথায়: দশ লক্ষ এক হাজার একশত আট টাকা।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ বিধি-১৬ [পরিপত্র নং-১(আয়কর) ২০১৬-১৭ দ্বারা সংশোধিত] মোতাবেক ভিত্তি মূল্যের উপর আয়কর কর্তন হার ৭% নির্ধারণ না করে ৬% হারে আয়কর কর্তন করে বিল পরিশোধ।

অনুচ্ছেদ-১১

পরিশিষ্ট-১১

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে সংরক্ষিত কোটায় বরাদ্দকৃত প্লটের অতিরিক্তি প্লট অনিয়মিতভাবে বরাদ্দের বিবরণী:

প্রকল্পের নাম	সরকারের সংরক্ষিত ১০% কোটা ক্যাটাগরিতে বরাদ্দযোগ্য প্লট সংখ্যা	বরাদ্দকৃত প্লট	অতিরিক্তি বরাদ্দকৃত প্লট
০১	০২	০৩	০৪
ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্প	৫(পাঁচ) কাঠা আয়তনের ৪০ টি প্লট। ৩(তিন) কাঠা আয়তনের ১০১টি প্লট।	৭০টি ১০৩টি	৩০ টি ০২টি
		মোট	৩২টি

অনিয়মের কারণ: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ পদ্ধতি-২০১১ এর শর্ত লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ-১২
পরিশিষ্ট-১২

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

মার্কেট বিক্রয়/হস্তান্তর বাবদ সিটি করপোরেশনের নিকট পাওনা টাকা আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	Name of Market	Year of handover & total valuation during 1983 (TK)	Total valuation during June'19 With interest (TK)	Remarks
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১	Gulsan South Market	6,44,75,516	302,78,88,886	রাজউক কর্তৃক সরবরাহকৃত ০৯টি মার্কেটের বকেয়া বিবরণী (জুন/২০১৯পর্যন্ত) পর্যালোচনায় দেখা যায় সুদসহ বকেয়া পরিমাণ 302,78,88,886 টাকা। উল্লেখ্য যে, সুদ নিরুপনের প্রক্রিয়া রাজউক কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়নি।
০২	Gulsan North DIT Market	3,82,93,864		
০৩	Gulsan North Market & Katcha Market	3,32,41,114		
০৪	Kawranbazar market complex 1st Market 2nd Market	 5,38,71,729 1,60,99,700		
০৫	DIT Super Market(Sakura market)	64,76,713		
০৬	Victoria DIT Market	6,66,848		
০৭	Municipality Street DIT Market	36,69,121		
০৮	Badamtoli Ghat DIT Market	39,07,872		
০৯	Nawab Yusuf Market	5,29,75,745		
	Total	27,36,78,222	302,78,88,886	

কথায়:তিনশত দুই কোটি আটাত্তর লক্ষ আটাশি হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা।

অনিয়মের কারণ: CPWA Code Para 177(a) লঙ্ঘন।

পরিশিষ্ট-১৩

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

অনুমোদিত নকশা ও ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ব্যতীত ইমারত নির্মাণ করার সুযোগ দেয়ায় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ফি বাবদ অর্থ আদায় না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্রমিক	অফিসের নাম	যে সূত্র হতে তথ্য নেয়া হয়েছে	অনুমোদন ব্যতীত ভবনের বিবরণ	পরিদর্শনকৃত ভবন	অনুমোদন ব্যতীত নির্মিত ভবনের সংখ্যা	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ফি	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ফি এর টাকা	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
০১	অথরাইজড অফিসার (জোন-২), উত্তরা জোনাল অফিস, রাজউক,ঢাকা।	পরিচালক জোন-২ এর অফিস স্মারক নং ২৫.৩৯.০০০০.০৯০.১৬.০০৮.১৬.৩৪৩ তারিখ:০৩/০৫/২০১৭ খ্রি.	উত্তরা, উত্তরখান এলাকা	৮১টি	৫৫টি	১০০০ টাকা	৫৫,০০০	চাহিদা দেয়া সত্বেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সরেজমিন ভবন পরিদর্শন প্রতিবেদন নিরীক্ষা দলের নিকট উপস্থাপন না করায় সকল অননুমোদিত ভবনের সংখ্যা ও ফি নিরূপন করা যায়নি।
		পরিচালক জোন-২ এর অফিস স্মারক নং ২৫.৩৯.০০০০.০৯০.১৬.০৪৩.১৬.৩৪২ তারিখ: ০৩/০৫/২০১৭ খ্রি.	উত্তরা, উত্তরখান, দক্ষিণখান, টঙ্গী এবং গাজীপুর সদর এলাকা	৬৪টি	৪৬টি	১০০০ টাকা	৪৬,০০০	
		স্মারক নং নেই তবে প্রতিবেদন সংযুক্ত	উত্তরা এলাকা	২১টি	২১টি	১০০০ টাকা	২১,০০০	
						মোট: ক	১,২২,০০০	
০২	উপ নগর পরিকল্পনাবিদ, জোন-২, রাজউক,ঢাকা।	পরিচালক জোন-১ এর অফিস স্মারক নং ২৫.৩৯.০০০০.০৭৮.১৬.০০১.১৯.৪৪ তারিখ: ২৭/০৩/২০১৯ খ্রি.	নির্মিত ভবন নির্মাণাধীন ভবন	৮৪১৬টি (৪৫৮-রাজউক অনুমোদিত ১৩) বা ৪৪৫ টি	৮৪১৬টি ৪৪৫টি	১০০০ টাকা ১০০০ টাকা	৮৪,১৬,০০০ ৪,৪৫,০০০	
						মোট: খ	৮৮,৬১,০০০	
	সর্বমোট(ক+খ)						৮৯,৮৩,০০০	

কথায়: উননব্বই লক্ষ তিরাশি হাজার টাকা।

অনিয়মের কারণ: ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-২৭ মোতাবেক ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র এর প্রতিবার আবেদনের জন্য ন্যূনতম ফি আদায় না করা।

অনুচ্ছেদ-১৪

পরিশিষ্ট-১৪(১)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	মন্তব্য
১	মোঃ নুরু মিয়া, সাং- সফিউদ্দিনের রোড়, আউচপড়া, টংগী, গাজীপুর।	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২	মোঃ আজিজ সরকার ,সাং- সফিউদ্দিন সরকার রোড , আউচপড়া, টংগী, গাজীপুর	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩	মোসাঃ রিফাত সুলতানা,সাং- পশ্চিম খাপাড়পা, আউচপড়া, টংগী, গাজীপুর।	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৪	মোঃ খালেক তালুদার , সাং সফিউদ্দিন সরকার রোড , আউচপড়া, টংগী, গাজীপুর।	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৫	মোঃ খালেক তালুদার , সাং সফিউদ্দিন সরকার রোড , আউচপড়া, টংগী, গাজীপুর।	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৬	মোঃ শহিদুল ইসলাম সাং নওজুরী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৭	মো মাহাবুব আলী, সাং বলাকা রোড়, গাছা, থানা গাজীপুর।	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৮	মোঃ তুহিন আবদুল্লাহ, সাং- সরীফপুর কোনাপাড়া,বলাকা রোড়, গাছা, থানা গাজীপুর।	১/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৯	মোঃ জাকির, সাং বাড়ি ১৯ সংলগ্ন , ব্লক-এফ/এ, ইসলাম নগর, আশুলিয়া, ঢাকা।	১/২	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১০	মোঃ আবুল কালাম, সাং-বাড়ি ১৯ সংলগ্ন , ব্লক - এফ/এ, ইসলাম নগর, আশুলিয়া, ঢাকা।	১/২	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১১	হাজী আলী আকবর, সাং বাড়ি ১৯ সংলগ্ন , ব্লক - এফ/এ, ইসলাম নগর, আশুলিয়া, ঢাকা ।	১/২	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১২	মোঃ আলী, সাং বাড়ি ১৯ সংলগ্ন, ব্লক - এফ/এ, ইসলাম নগর, আশুলিয়া, ঢাকা।	১/২	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৩	মোঃ সালাম সরকার, সাং-আশুলিয়া বাসস্ট্যান্ড, আশুলিয়া, ঢাকা।	১/৩	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৪	মোঃ বাসু মাদবর, সাং-টংগীবাড়ী, আশুলিয়া, ঢাকা।	১/৩	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৫	মোঃ আক্তার আলী, সাং-দেওয়ান ইদ্রিস রোড, আশুলিয়া, ঢাকা।	১/৩	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	

পরিশিষ্ট-১৪(২)

নিরীক্ষিত অফিসঃ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছরঃ ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	মোতাহার মোল্লা গং, হোঃ নং শ-১৫/১, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
২	মির্জা আবদুল হান্নান, হোঃ নং চ -১১৬, সি এস -৭০, উত্তর বাড্ডা ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
৩	হাফেজ সালাউদ্দিন, হোঃ নং শ -১১৬, সিএস -১০, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
৪	আরিফুজ্জামান, হোঃ নং ব ১১ দক্ষিণ বাড্ডা, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
৫	আমিনুল হক গং, দাগ নং: ২৮৫(অংশ), আলীর মোড, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
৬	মোঃ আবদুস সবুর গং, হোঃ নং ট-১৭৫, দক্ষিণ বাড্ডা, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
৭	হাজী আব্দুল মান্নান, ক-১৩১/৬,কুড়িল মসজিদ রোড কাজী বাড়ি, ঢাকা ।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি, ৪তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয় নি।	
৮	মোঃ মিজানুর রহমান, বাড়ি-২৭, রোড বা ৮/১, ব্লক ০১, ভাটার ,ঢাকা ।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
৯	মোঃ জাফর, ২০/৮/১, হ্যাপী হোমস, কুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি, ২ তলা ভবন অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১০	মোঃ লিয়াকত মিয়া, ২৩/৪/বি, হ্যাপী হোমস, কুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি, ৩ তলা ভবন অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১১	আক্তার মিয়া, ৩৫/ক, বেগুনবাড়ি, তেজগাঁও, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি, ৩ তলা ভবন অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১২	কাজি সোহরাব, ২২/৬/এ/৪, মধ্য কুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি, ৪ তলা ভবন অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৩	আজাদ, ২২/ক/৩, তেজগাঁও, ঢাকা	৪/১	নকশা পাওয়া যায়নি, ৪ তলা ভবন অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১৪	আলী আকবর, দাগ-২৬৬৭,২৬৭৯ সাঈদ নগর, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৫	মোঃ খুরশেদ আলম, দাগ-১৪৩৩, সাঈদ নগর ঢাকা ।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৬	ফজলুর রহমান , দাগ -১২০৯ , নূরেরচর, বাটারা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৭	ওয়াকী মোঃ কামরুল হুদা, প্লট-২০, মেইন রোড, ব্লক-সি, আফতাবনগর ইস্টার্ণ হাউজিং।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৮	মীর হোসেন (চেয়ারম্যান) ডিয়েন্ট ডেভোলোপার লিঃ, প্লট-৩৭, রোড-১, ব্লক-সি, সেক্টর-২, আফতাব নগর ইস্টার্ণ হাউজিং।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৯	আবুল হোসেন ভূইয়া গং প্লট-৫৩,রোড-১ ব্লক এফ,সেক্টর-১ আফতাব নগর ইস্টার্ণ হাউজিং।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২০	নাঈদ-আল হাসান (এমডি) ট্রার্ণ বিল্ডার্স লিঃ, প্লট-৫৪, মেইন রোড, ব্লক -সি সেক্টর-২, আফতাব নগর ইস্টার্ণ হাউজিং।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২১	মোঃ তুহিন, গং,১৮৬/ক, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২২	মোঃ আব্দুস সাত্তার, ১৩৩/২, মহাখালি টিবি গেইট, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২৩	শাহ আলম ভূইয়া, ৮১, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২৪	আলমগীর হোসেন, কৃষিবিদ প্রপারটিজ, ১৫৭/৪ কুড়াতলী জামে মসজিদ, কুড়িল, ঢাকা ।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২৫	মোঃ সাইদুল হক গং, ১৫০/ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ঢাকা।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২৬	রিমো ক্যামিকেল, ৭৩ শহিদ তাজউদ্দিন স্মরণী, তেজগাও, শি/এ, ঢাকা।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২৭	মোঃ বশির, বাড়ি নং-৩০, রোড নং ০৪, ব্লক সি, বনানী, ঢাকা ।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২৮	হালমা খান, বাডি নং-১০৫ রোড নং ১২ ব্লক -সি, বনানী, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২৯	খালেকুজ্জামান, বাডি নং ২০ রোড নং ০৭ ব্লক সি, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩০	মাহমুদা বেগম,বাড়ি নং-২৮ রোড নং০৮, ব্লক ই নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩১	হাসানুল হক , বাড়ি নং-২৮ রোড নং ০২ ব্লক বি, নিকেতন, গুলশান -১,ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩২	জাহাঙ্গীর আলম ,বাড়ি নং১১ রোড নং১৭, ব্লক -সি, বনানী, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩৩	জনাব শরফাত, বাড়ী -৬২, রোড ১০, বনানী, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩৪	স্বত্বাধিকারী, বাড়ী-৫৯, রোড-১৭, ব্লক -সি, বনানী, ঢাকা।	৪/৪১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩৫	ফ্ল্যাট মালিক এসোসিয়েশন, বাড়ী-১০, ব্লক এইচ, বনানী, ঢাকা।		অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩৬	নুরুল আমিন, বাড়ী -২৯/৩১, রোড -০৮ ব্লক -ই, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩৭	স্বত্বাধিকারী, ন্যাম ভবন নং ০৭, ফ্ল্যাট-সি -১, রোড -০২, বনানী, ঢাকা	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩৮	স্বত্তাধিকারী, ভবন নং -৩৭, রোড-০৪, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা।	৪/১	অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	

পরিশিষ্ট-১৪(৩)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	জনাব মোহাম্মদ আলী, হোঃ নং-খ/৩৩/২, খিলক্ষেত মধ্যপাড়া, থানা খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৩ তলা ভবন।	
২	নাসির উদ্দিন, হোঃনং ১৪৩/২৩ আবুবটেক, খিলক্ষেত, থানা খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৩ তলা ভবন।	
৩	আবু সিদ্দিক, হোঃ নং-১২৪/ক, খিলক্ষেত, উত্তরপাড়া, থানা খিলক্ষেত, ঢাকা।	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৩ তলা ভবন।	
৪	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টাওয়ার হন-ডেট প্রপারটিজ লি:, প্লট নং ৫/বি,রোড নং-২১, নিকুঞ্জ (উত্তর) আবাসিক এলাকা ,থানা খিলক্ষেত, ঢাকা।	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৭ তলা ভবন।	
৫	জনাব মাহবুব আলী খান, প্লট-১৩ রোড-২নিকুঞ্জ-২ (উত্তর) আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৫.৫ তলা ভবন।	
৬	জনাব আবু সাহীদ মোঃ এনামুল হক, প্লট -১৫, রোড-২ (উত্তর) আ/এ খিলক্ষেত, ঢাকা।	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৬.৫ তলা ভবন।	
৭	জনাব সাজ্জাত গং, প্লট -১৬, রোড-২ (উত্তর) আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা।	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৫.৫ তলা ভবন।	
৮	জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, প্লট-১৮, রোড-২ (উত্তর) আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৫.৫ তলা ভবন।	
৯	জনাব জালাল আহম্মদ, প্লট -১৯, রোড-২(উত্তর) আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৬.৫ তলা ভবন।	
১০	জনাব রোকেয়া বেগম, প্লট -২২, রোড-২(উত্তর) আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৬ তলা ভবন।	
১১	জনাব ইফতেখারুল ইসলাম, প্লট -২১, রোড-২ (উত্তর) আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৫ তলা ভবন।	
১২	জনাব ফজলুল করিম, প্লট-২৪, রোড-২ (উত্তর) আ/এ, খিলক্ষেত, ঢাকা	৪/৩	বসবাস বা ব্যবহার সনদ (ocupancy) ছাড়াই ভবনে বসবাস, ৫ তলা ভবন।	

অনুচ্ছেদ-১৪

পরিশিষ্ট-১৪(৪)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী :

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোন	ভবনের উচ্চতা/তালার বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, বাড়ী নং ৮২/১, কাটাসুর মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	৫	০৮ তলা আবাসিক ভবন	
২	মোঃ কামাল হোসেন, বড়ী নং ৭৬, জাফরাবাদ পাবনা গলি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ।	৫	০৮ তলা আবাসিক ভবন	
৩	মো হাবিবুর রহমান, প্লট নং-১২, রোড নং- ১, ঢাকা, রিয়েল এস্টেট লি:, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
৪	মোঃ আসাদ গং ,১৩৭/এ,হাজী আক্তার হোসেন রোড, মধুবাজার, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
৫	মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ মাদবর গং, বাড়ী নং ৪/৬০,৪/৬১, সুলতান নগর রোড, রায়ের বাজার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	৫	০৮ তলা আবাসিক ভবন	
৬	মোঃ কামরুল হাসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ১০৭, সি,আর,দত্ত রোড, হাতিরপুল, কলাবাগান, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
৭	আব্দর করিম, বাড়ী নং ৪/৩১, সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার, হাজীবাগ, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
৮	ফারজানা কবির তাসমিন গং,বাড়ী নং ২৯/বি,রোড নং ০৫, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা।	৫	০৭ তলা আবাসিক ভবন	
৯	মোয়াজ্জেম হোসেন, ১৩/২, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৫ তলা আবাসিক ভবন	
১০	আব্দুস সাত্তার, ১০/২, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০২ তলা আবাসিক ভবন	
১১	ব্রি: জে: (অব:) এস এ করিম, ১১, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
১২	শহিদুল ইসলাম, ১১/১, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৬তলা আবাসিক ভবন	
১৩	সহিদুল ইসলাম, ১১/২, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
১৪	জনাব মাসুদ মিয়া, ১১/৩, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	

ক্রমিক নং	ভবনের মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোন	ভবনের উচ্চতা/তালার বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১৫	জনাব হাসান মিয়া, ১০/বি, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
১৬	জনাব আবুল কাশেম, ১০/১, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
১৭	জনাব ফারুকী হাসান, ২৮০, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠালবাগান, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
১৮	মিসেস জাহানারা বেগম, বাড়ী-২০, রোড-১৫, ধানমন্ড, ঢাকা।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
১৯	হামিদুজ্জামান রবি, বাড়ী নং-২২, রোড-১৫, ধানমন্ডি, ঢাকা।		০৬ তলা আবাসিক ভবন	
২০	শিরিন পারভীন চৌধুরী গং, বাড়ী-২২/এ, রোড-১৫, ধানমন্ডি, ঢাকা ।	৫	০৮ তলা আবাসিক ভবন	
২১	আমীর আলী মন্ডল গং, বাড়ী-২৪ রোড-১৫, ধানমন্ডি, ঢাকা।	৫	০৪ তলা আবাসিক ভবন	
২২	ইমরান আহমেদ গং, বাড়ী-২৮ রোড-১৫, ধানমন্ডি, ঢাকা ।		০৬ তলা আবাসিক ভবন	
২৩	মনির হোসেন গং, বাড়ী-৩০ রোড-১৫, ধানমন্ডি, ঢাকা ।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
২৪	সাইফুর রহমান গং, বাড়ী-৩০/এ, রোড-১৫, ধানমন্ডি, ঢাকা ।	৫	০৬ তলা আবাসিক ভবন	
২৫	নওশের আলী গং, বাড়ী-৩৪, রোড-১৫, ধানমন্ডি, ঢাকা ।	৫	তলা আবাসিক ভবন	
২৬	মোহাম্মদ আলী ভুইয়া, বাড়ী-৬৩/সি, কাটাসুর শেরেবাংলা রোড, মোহাম্মদপুর।	৫	০৫ তলা আবাসিক ভবন	
২৭	আজিজুর রহমান , বাড়ী-৬৩/এফ, কাটাসুর শেরেবাংলা রোড,মোহাম্মদপুর।	৫	০৫ তলা আবাসিক ভবন	
২৮	মোঃ আলমগীর হোসেন, বাড়ী-৫৮/১, কাটাসুর শেরেবাংলা রোড, মোহাম্মদপুর।	৫	পুরাতন সেমিপাকা আবাসিক ভবন	
২৯	মোঃ রবিউল ইসলাম, বাড়ী-৫৮/৫, কাটাসুর শেরেবাংলা রোড, মোহাম্মদপুর।	৫	০৪ তলা আবাসিক ভবন	
৩০	মোঃ আব্দুল খালেক, বাড়ী-৬৩/এ, কাটাসুর শেরেবাংলা রোড, মোহাম্মদপুর।	৫	০৪ তলা আবাসিক ভবন	
৩১	মোসাঃ খাদেজা পারভীন, বাড়ী-৬৩/বি/এ, কাটাসুর শেরেবাংলা রোড, মোহাম্মদপুর।	৫	০৫ তলা আবাসিক ভবন	

পরিশিষ্ট-১৪(৫)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	মোঃ আব্দুল জববার, বাড়ী-৫৯, ব্লক-জি, রোড-০৩, ইস্টার্ণ হাউজিং, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৭তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
২	মোঃ সেলিম আহমেদ রনি, বাড়ী-৫৪, ব্লক জি, রোড-৩, ইস্টার্ণ হাউজিং, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৫তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৩	মোঃ মোশারফ হোসেন, বাড়ী-৫৩, ব্লক - জি, রোড-৪, ইস্টার্ণ হাউজিং, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৬তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৪	শামীম আফরোজ, বাড়ী-৫৫, ব্লক -জি, এভিনিউ-৭, ইস্টার্ণ হাউজিং, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৭তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৫	মোঃ আলী, বাড়ী-১২৩১২/এ রাজারবাগ, বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ২তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৬	খোরশেদ আলম খান, হোল্ডিং -১৭৩/১, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ২তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৭	মোঃ আবুল মিয়া গং, হোল্ডিং -১৬৮, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ২ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
৮	মোঃ ফারুক মিয়া গং, হোল্ডিং -১৬৭/১, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৫ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৯	মোঃ কবির গং, হোল্ডিং -১৬১, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৪ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১০	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, হোল্ডিং -১৬০, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৭তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১১	উম্মে ছালমা, হোল্ডিং-১৫৯, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৪ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১২	মোঃ শাহজান কবির, হোল্ডিং -১৬৭, আরামবাগ, মতিঝিল ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৬ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৩	ছালামত উল্লাহ, হোল্ডিং -১৫৭/এ, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৬ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৪	মোঃ নজিম উদ্দিন, হোল্ডিং -১৫৪, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৬ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৫	মোঃ আব্দুর রহমান, হোল্ডিং -১৫৩, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৬ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	
১৬	প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, হোল্ডিং-১৪১, ব্লক -ডি, রোড-৬, মহানগর প্রজেক্ট, রামপুরা, ঢাকা।	৬	নকশা পাওয়া যায়নি, ৫ তলা ভবন। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	

পরিশিষ্ট-১৪(৬)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	ফি এর পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১	মোঃ শেখ মনজুর আহম্মেদ গং, ২/১নং ওয়ারী স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২	মোঃ জিয় গং, ২/২ নং ওয়্যার স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা ।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৩	মোঃ নবী উল্লাহ (নবী), ৩১নং ওয়ারী স্ট্রীট ওয়ারী, ঢাকা।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৪	মোঃ নুরুজ্জামান, ৩০নং ওয়ারী স্ট্রিট,ওয়ারী,ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৫	মোঃ খোরশেদ আলম, ২৬ এ নং ওয়ারী স্ট্রীট,ওয়ারী,ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৬	মোঃ এরশাদ উদ্দিন, ২/৪ নং ওয়ারী স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৭	আলহাজ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ৩নং ওয়ারী স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৮	হাজী মোঃ গফুর, ২৫ ওয়ারী স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।	৭	১০ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৯	লায়লা মঞ্জিল, ৩নং ওয়ারী স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।	৭	২ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১০	আব্দর রাজ্জাক, ৪নং ওয়ারী স্ট্রীট, ওয়ারী,ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১১	মোঃ আসাদ, ২০/৬/খ/১ নং পশ্চিম ধোলাইর পাড়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।		৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১২	মোঃ মিজানুর রহমান, ১৯/৪ নং ধোলাইর পাড়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	৭	৪ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৩	মোঃ নাসির, ২৪৯/১/বি নং দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৪	ডেফোডিলস হেস্ লিঃ, ২২৭ নং দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	৭	৭ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৫	হাজী আব্দুল মান্নান সিকদার, ১৪৭/২ নং দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৬	ভারত দাস সাধু জেলে পাড়া, ১৩/১ নং দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৭	মোঃ আশ্রাফ উদ্দিন, ৪৭/১ নং দয়াগঞ্জ মোড়, শ্যামপুর, ঢাকা।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৮	মোঃ মিরাজ উদ্দিন, ৩৫৯ নং মীরহাজারীবাগ, ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৯	মোঃ আবুল কাশেম, ১৪৭/১ নং মীরহাজারীবাগ, ঢাকা ।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	বিবরণ	ফি এর পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
২০	মোঃ আলতাফ হোসেন গং, ১৪৭/১ নং মীরহাজারীবাগ, ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২১	আনিসুর রহমান, ১৪৭/১ নং মীরহাজারীবাগ, ঢাকা।	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২২	মোঃ নাজিম উদ্দিন, ৪৬৮ নং মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২৩	চিত্ত রঞ্জন দাস, ৪৬৫/২ নং মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।	৭	১ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২৪	আজিজুর রহমান, ৪৬৫ নং মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২৫	হাজী গরীবুল্লা , ২৮৯ নং মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা	৭	১ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২৬	মোঃ আলী, ৪৬২ নং মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২৭	হাবিবুর রহমান, ৪৬১ নং ,মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা	৭	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২৮	আবুল কাশেম মাতবর, ৪৬০ নং মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা	৭	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২৯	এস এম হারুনুর রশিদ, ৪৫৮/৪৫৯ নং মীরহাজারীবাগ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা	৭	১০ তলা ইমারত বিদ্যমান	

পরিশিষ্ট-১৪(৭)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী :

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	ইমারতের তলার বিবরণ	ফি এর পরিমাণ
০১	২	৩	৪	৫
১	মোঃ সারোয়ার হোসেন গং, প্লট নং ৩০ রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
২	নুরুন্নাহার রহমান, প্লট নং ০২, রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১,উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৩	আনিসুর রহমান, প্লট নং ০১/বি,রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৯ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৪	এ কে এম সাইদুল রহমান, প্লট নং ০১, রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৫	রফিক আহমেদ সিদ্দিক, প্লট নং ১সি, রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৬	জাকির আক্তার গং, প্লট নং ০১, রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৪ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৭	আব্দুল কাইউম গং, প্লট নং ০৯, রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৫ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৮	মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্লট নং ০৭, রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
৯	ইঞ্জি: শেখ মুজিবুর রহমান, প্লট নং ০৫, রোড গড়িবে নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১০	ইয়াহিয়া চৌধরী, প্লট নং ১৭,রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১১	মেজর মো: আ: রাজ্জাক সরকার, প্লট নং ১৫, রোড গড়িবে নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১২	আঃ সালাম, প্লট নং ১৫, রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা ,ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৩	ড. রফিকুল ইসলাম, প্লট নং ২১,রোড গড়িবের নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৪	মোঃ আহম্মদ উল্লাহ , প্লট নং ২৭, রোড গড়িবে নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর -১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	
১৫	জিয়া উদ্দিন আহমেদ গং, প্লট নং ২৭, রোড গড়িবে নেওয়াজ এভিনিউ, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	২	৬ তলা ইমারত বিদ্যমান	

পরিশিষ্ট-১৪(৮)

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বসবাস বা ব্যবহারযোগ্য সনদ গ্রহণ ব্যতীত অনিয়মিতভাবে ইমারতে বসবাস করায় নবায়ন ফি আদায় না হওয়ার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বাড়ীর মালিকের নাম ও ঠিকানা	জোনের নাম	ইমারতের তলার বিবরণ	ফি এর পরিমাণ
০১	২	৩	৪	৫
১	হাজী আব্দুস সালাম, মামিত্ম ধারা, কুতুপপুর ইউনিয়ন, সাইনবোর্ড , নারায়ণগঞ্জ।	৮/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
২	সামসুল হাওলাদার, মামিত্ম ধারা, কুতুপপুর ইউনিয়ন, সাইনবোর্ড, নারায়ণগঞ্জ।	৮/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি ।	
৩	হাজী হারুন অর-রশিদ, রোড নং০১, মামিত্ম ধারা, ভূইগর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	৮/১	নকশা পাওয়া যায়নি। অকোপেন্সী সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়নি।	

মোট বাড়ীর সংখ্যাঃ	ফি:
পরিশিষ্ট ১৪(১) বা ১৫টি পরিশিষ্ট ১৪(২) বা ৩৮টি পরিশিষ্ট ১৪(৩) বা ১২টি পরিশিষ্ট ১৪(৪) বা ৩১টি পরিশিষ্ট ১৪(৫) বা ১৬টি পরিশিষ্ট ১৪(৬) বা ২৯টি পরিশিষ্ট ১৪(৭) বা ১৫টি পরিশিষ্ট ১৪(৮) বা ০৩টি মোট বাড়ী বা ১৫৯ টি	১৫৯ X ১০০০ = ১,৫৯,০০০/- জরিমানাসহ (১,৫৯,০০০ X ১০) = ১৫,৯০,০০০/-

কথায়: পনের লক্ষ নব্বই হাজার টাকা।

অনিয়মের কারণ: ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১৮(২), ২৩(১), ২৩(২) ও ২৩(৩) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ-১৫
পরিশিষ্ট-১৫

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এর অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা ১২৬.১৯৫ একর জমি কম দখলে নেয়াতে জমির ক্রয় মূল্য বাবদ ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	ব্যবহৃত জমির বিবরণ	ব্যবহৃত জমির পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি	জমি কম দখলে নেয়ার পরিমাণ	প্রতি একরের ক্রয় মূল্য	কম দখলে নেয়া জমির মূল্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫(৪-৩)	০৬	০৭(৫×৬)
০১	আবাসিক প্লট	২০৩৩.৫৫				
০২	আবাসিক ব্লক	৩২৫.৩২২				
০৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৭০.৩৯৬				
০৪	রিসার্চ ইনস্টিটিউশনাল	৭১.৪১৩				
০৫	স্বাস্থ্য	২৮.০২৯				
০৬	কমিউনিটি অর্গানাইজেশন	২৯.০৭৩				
০৭	Play Ground	৬৮.১৪৯				
০৮	আরবান গ্রীন	১৩৯.৪৭৮				
০৯	বন ও ইকো পার্ক	২২৮.৫২৩				
১০	Sports Facility	৯৯.৮৩২				
১১	বাণিজ্যিক	২১৪.৮৪১				
১২	প্রশাসনিক	১৫২.৯২২				
১৩	Physical Infrastructure	১৩২.৭১১				
১৪	Social Infrastructure	৭৬.৯২৭				
১৫	Urban utilty Facility	৪৩.৩৪৬				
১৬	পুলিশ	৩০.৭৫৮				
১৭	শিল্প পার্ক	৬৬.৩০৫				
১৮	Pedestrian	১৬০.৫৮৬				
১৯	Road	১৪৫৪.২৫৪				
২০	Water body	৪৬০.৯৪০				
		৬০৮৭.৩৫৫	**৬২১৩.৫৫**	**১২৬.১৯৫**	**৮৭৩৫০১**	**১১,০২,৩১,৪৫৯**

কথায়: এগার কোটি দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার চারশত উনষাট টাকা।

অনিয়মের কারণ: অধিগ্রহণকৃত জমি অপেক্ষা ১২৬.১৯৫ একর জমি কম দখলে নেয়া

অনুচ্ছেদ-১৬

পরিশিষ্ট-১৬

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

দ্বৈত নামে বরাদ্দকৃত প্লট বা একই ব্যক্তির নামে একাধিক বরাদ্দকৃত প্লট পরবর্তীতে সমর্পণ বা বাতিল করা হলেও সমর্পণকৃত/বাতিলকৃত প্লটগুলোর কোন তথ্য না পাওয়ার বিবরণী:

ক্রমিক নং	বোর্ড সভার ক্রমিক	সিদ্ধান্ত নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	প্লটের বিবরণ	সমর্পণকৃত/বাতিলকৃত প্লটের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	৮/২০১৭	২১.৩	ক) জনাব কাজী এবাদত হোসেন। খ) জনাব ইয়াসমীন হোসেন	ক) প্লট- ৪, রোড-২, সে-২, ঝিলমিল আবাসিক এলাকা, ৩(তিন) কাঠা, ১৫/বি-১ এ-১। খ) উত্তরা আবাসিক এলাকা ৩(তিন)কাঠা	প্লট- ৪, রোড-২, সে-২, ঝিলমিল আবাসিক এলাকা ।	
২.	-ঐ-	১৮.৩		ক) কোড নং ৪০৫৩৫ পূর্বাচল আবাসিক এলাকা খ) কোড নং ৫১৫৪৩ পূর্বাচল আবাসিক এলাকা	কোড নং ৪০৫৩৫ পূর্বাচল আবাসিক এলাকা	আদিবাসী প্লট
৩.	২/২০১৮	৩৬.৩	ক) জনাব নাজমুন এ ফারুক খ) জনাব শাহিনা এ ফারুক	ক) প্লট-৬ রোড -৪০৯ সেক্টর – ২৩, ৫(পাঁচ)কাঠা পূর্বাচল আবাসিক এলাকা খ) প্লট- ৮,রোড-১০৭/বি, সেক্টর-১০ , ৫(পাঁচ) কাঠা পূর্বাচল আবাসিক এলাকা	খ) কোড নং ১০১৮ প্লট- ৮,রোড-১০৭/বি, সেক্টর-১০ , ৫(পাঁচ) কাঠা পূর্বাচল আবাসিক এলাকা	আদিবাসী প্লট
৪.	২/২০১৮	৩৭.৩	ক) জনাব মো: ফারুক মিয়া খ) জনাব তাহাছন ফারুক গ) মোসা: গোল নেহার ঘ) মোসা: মেহেরুন নেছা ২) জনাব মো: মিলন ৩) ক) মোসা: হরমুজা খাতুন খ) গোলাপী	১/ক) কোড নং-৪৩২৬৬ খ) কোড নং-৪৩৫১৮ গ) কোড নং-৪১৪৫০ ঘ) কোড নং-৪৩৫১৬ ২) কোড নং-৪১৪২৬ ৩) কোড নং-৫২৫৩৫	২) কোড নং-৪১৪২৬ ৩) কোড নং-৫২৫৩৫	একই ঘরের মূল এওয়ার্ড, মৌজা, এলএ কেইস নম্বর দিয়ে পৃথক ৩টি প্লট বরাদ্দ পাওয়া ১টি ব্লকের বরাদ্দ রেখে বাকী দুটি প্লটের বরাদ্দ বাতিল।
৫.	২/২০১৮	৪০.৩	১) মিসেস মাকসুদা বেগম ২) জনাব আবদুল হক খান	১) কোড নং-২৫৯৮৪, প্লট-১২, রোড়-৩০২/এ, সেক্টর-১০, জমির আয়তন ৪ কাঠা ১৫ ছটাক ৪০ বর্গফুট, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা। ২) কোড নং-১২২৬১, প্লট-১৩, রোড়-২০৩/এ, সেক্টর-১, প্লটের আয়তন ৭.৫ কাঠা, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা।	২) কোড নং-১২২৬১, প্লট-১৩, রোড়-২০৩/এ, সেক্টর-১, প্লটের আয়তন ৭.৫ কাঠা, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা।	তথ্য গোপন করে একই ব্যক্তির একাধিক প্লট বরাদ্দ।

ক্রমিক নং	বোর্ড সভার ক্রমিক	সিদ্ধান্ত নং	বরাদ্দ গ্রহীতার নাম	প্লটের বিবরণ	সমর্পণকৃত/বাতিলকৃত প্লটের বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	৩/২০১৮	৩৫.৩	১) জনাব মোঃ রুকুন উদ্দিন ২) জনাব মোঃ রুকুন উদ্দিন	১) প্লট-১২, রোড়-৩০২/এ, সেক্টর-৭, জমির আয়তন ৫, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা। ২) কোড নং ৫১৯৩৩, প্লটের আয়তন-৩(তিন) কাঠা।	২) কোড নং৫১৯৩৩	তথ্য গোপন করে একই ব্যক্তির একাধিক প্লট বরাদ্দ।
৭.	৩/২০১৮	৩৬.৩	১) জনাব আব্দুল লতিফ ২) মিসেস মনোয়ারা হক	১) প্লট-৯২, রোড়-১০৩, সেক্টর-২, প্লটের আয়তন -১০(দশ) কাঠা, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা। ২) প্লট-৯৬, রোড়-১০৮, সেক্টর-৯, প্লটের আয়তন-৭.৫ কাঠা, পূর্বাচল ।	১) প্লট-৯২, রোড়-১০৩, সেক্টর-২, প্লটের আয়তন -১০(দশ) কাঠা, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা। ২) প্লট-৯৬, রোড়-১০৮, সেক্টর-৯, প্লটের আয়তন-৭.৫ কাঠা পূর্বাচল ।	তথ্য গোপন করে একই ব্যক্তির একাধিক প্লট বরাদ্দ।
৮.	৩/২০১৮	৩৭.৩	১) মোহাম্মদ শফিকুল আলম	১) প্লট-১১, রোড়-২০৪, সেক্টর-৬, প্লটের আয়তন-৫ কাঠা, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা। ২) প্লট-২, রোড়-৩১৪/বি, সেক্টর-২১, প্লটের আয়তন-৩ কাঠা, পূর্বাচল।	১) প্লট-১১, রোড়-২০৪, সেক্টর-৬, প্লটের আয়তন-৫ কাঠা, পূর্বাচল আবাসিক এলাকা। ২) প্লট-২, রোড়-৩১৪/বি, সেক্টর-২১, প্লটের আয়তন-৩ কাঠা, পূর্বাচল।	তথ্য গোপন করে একই ব্যক্তির একাধিক প্লট বরাদ্দ।

অনিয়মের কারণ: সমর্পনকৃত/ বাতিলকৃত প্লটগুলোর কোন তথ্য সংরক্ষণ না করা ।

নিরীক্ষিত অফিস: রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯

বকেয়া ভাড়া আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	ভাড়াটিয়ার নাম	বকেয়া টাকার পরিমাণ (ডেবিট)	ক্রেডিট	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
০১	A B International	৫৮,৩৯১.০০		
০২	Bangla Process Industries Ltd	১১,৭৫,৫৫৭.০০		
০৩	Continental Contracting Co	২,৫৭,৫৯৬.০০		
০৪	Falcon Travels Ltd	৬৩,১৪৬.০০		
০৫	Golden Fish Bangladesh Ltd	২,৯৯,২৮৮.০০		
০৬	Gulf Bangladesh Associates Ltd	৮৪,০২,০৭৯.৪৩		
০৭	International Power Engineering	৩,৮৯,৮৯২.০০		
০৮	Judge Distilories Ltd	১৫,৭৪,৬৩৪.০০		
০৯	Khan Trading Co.	১৪,০৮,৫৯৯.০০		
১০	Khan Trading Co. Ltd	১২,৬৪,৫৩৭.০০		
১১	Land Mark Bangladesh Ltd	৯,২৩,৮৩৯.০০		
১২	Mazal Development	১৬,৩২,৩৩৮.০০		
১৩	Poly Overseas Pvt. Ltd	৫,৭০,৯৫৮.০০		
১৪	Potuakhali Jute Mills Ltd	৩,৪১,১৪০.০০		
১৫	Ramboler Overseas Ltd	৫,৩৩,৭২০.০০		
১৬	Rowsan Travels Ltd	১,৪৮,৭৫৭.০০		
১৭	Teletalk Bangladesh Ltd	১,০৪,৩১,৭১১.৫০		
১৮	Urban Resilence Project.	--	৬৬,৭৯৬.০০	
	মোট	**২,৯৪,৭৬,১৮২.৯৩**		

কথায়: দুই কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত তিরাশি টাকা।

অনিয়মের কারণ: CPWA Code, Para 177(a) এর লঙ্ঘন।

তারিখ: ——— বঙ্গাব্দ
২৭/০৫/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ।

মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০২১-২২/২৮০৭এ(৮)—৭১৫ বই, ২০২১।